Contents

৯ম সংখ্যা/পঞ্চদশ বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৭৬

তর্জুমানুল-হাদীছ

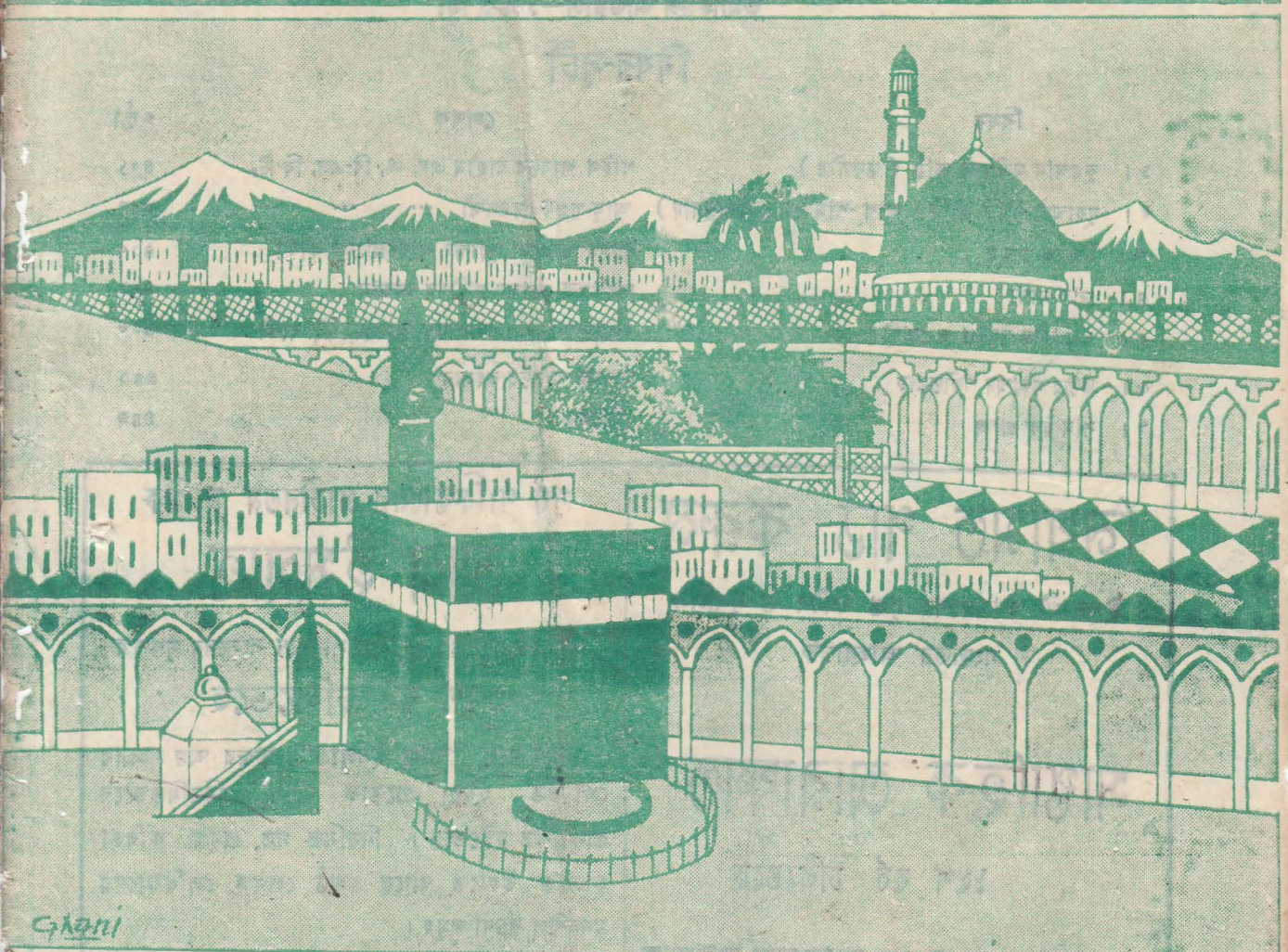

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

পঞ্চদশ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৭৬ বাং | জুলাই—১৯৬৯ ইং

জমাদিউল আউয়াল—১৩৮৯ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি-টি,	৪০১
২।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	৪০৭
৩।	ইব নে রুশ্দ	মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী	৪১৭
৪।	জাল নাবী	অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবর রহমান	৪২২
৫।	সাহাবীর সংখ্যা ও শ্রেণী !	মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহিল বাকী	৪৩০
৬।	ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৪৪১
৭।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৪৪৯

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১২শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা- ২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে **"আল ইসলাহ"** সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিস্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ স্থল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পঞ্চদশ বর্ষ	শ্রাবণ, ১৩৭৬ বংগাব্দ ; জমাদিউল আউয়াল, ১৩৮৯ হিঃ জুলাই, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ ;	৯ম সংখ্যা

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُوْرَةُ الْقَلَمِ—সূরাহ আল্‌কালাম

এই সূরাহের প্রথমে 'আল্-কালাম' শব্দ আছে বলিয়া ইহার এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

৫। অনন্তর শীঘ্রই তুমি দেখিবে এবং তাহারাও দেখিবে।

٥ - فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝

৫। فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ : শীঘ্রই তুমি দেখিবে এবং তাহারাও—এখানে 'শীঘ্রই' এর দুই প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। (এক) ব্যাপারটি এই দুনয়াতেই দেখা যাইবে। এই সূরাটি নুবুওতের প্রথম দিকেই নাযিল হয় এবং এই আয়াতে যে ব্যাপারের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল সেই ব্যাপারটি বদর যুদ্ধে ঘটে। (দুই) ঐ ব্যাপারটি আখিরাতে ঘটিবে।

www.ahlehadeethbd.org

৬। بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ •

৭। إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ •

৮। فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ •

৬। তোমাদের কোন্ জন উম্মাদগ্রস্ত।

৭। নিশ্চয় তোমার রাব্ব, তিনিই সম্যক অবগত আছেন তাঁহার পথ হইতে কোন্ ব্যক্তি বিচ্যুত হইল এবং তিনিই সম্যক অবগত আছেন পথপ্রাপ্তদের বিষয়।

৮। অতএব [হে রাসূল,] সত্য অবিশ্বাসীদের কথা মানিও না।

৬। بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ : তোমাদের কোন্ জন উম্মাদগ্রস্ত—'বিআইয়্যিকুম' এর 'বা' অক্ষরটিকে অতিরিক্ত এবং 'মাফ্‌তূন' শব্দটিকে 'ইস্‌ম মাফ্‌'উল' ধরিয়া এই অনুবাদ করা হইল। ইহা ছাড়া ইহার আরও তিন প্রকার অর্থ করা হইয়া থাকে। (এক) 'বা' অক্ষরটিকে 'সহিত' অর্থে এবং 'মাফ্‌তূন' শব্দটিকে মাসদার ফুতূন অর্থাৎ 'জুনূন' অর্থে গ্রহণ করিয়া। তখন আয়াতটির অর্থ দাঁড়াইবে, "তোমাদের কোন্ জনের সহিত উম্মাদ রহিয়াছে।" (দুই) 'বা' অক্ষরটিকে 'ফী' (মধ্যে) অর্থে এবং 'মাফ্‌তূন' শব্দটিকে ইস্‌ম্ মাফ্‌উল অর্থে ধরিয়া। তখন অর্থ দাঁড়াইবে, "তোমাদের কোন্ দলের মধ্যে উম্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি রহিয়াছে।" (তিন) 'বা' অক্ষরটির অর্থ 'সহিত' এবং 'মাফ্‌তূন' শব্দের তাৎপর্য শায়তান ধরিয়া। তখন অর্থ দাঁড়াইবে, "তোমাদের কোন্ জনের সহিত শায়তান থাকার কারণে সে পাগলামী করিয়া থাকে।"

৭। পূর্বের আয়াতগুলিতে উম্মাদগ্রস্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কাজেই পূর্বের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে গিয়া এই আয়াতে 'পথবিচ্যুত' ও 'পথপ্রাপ্তের' উল্লেখ না করিয়া এই কথা বলা যুক্তিযুক্ত হইত, 'কে উম্মাদগ্রস্ত এবং কে সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন তাহা একমাত্র আল্লাহ জানেন'। বস্তুতঃ এই আয়াতের পরোক্ষ অর্থ ও তাৎপর্য তাহাই, কিন্তু উহা না বলিয়া 'কে পথভ্রান্ত ও কে পথপ্রাপ্ত' বলার রহস্য এই যে, উম্মাদ ও সুস্থবুদ্ধির পরিণাম, ফলাফল, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য কেবলমাত্র এই দুনয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে এই পরিণাম অস্থায়ী বিধায় ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। পক্ষান্তরে, আল্লাহের পথ হইতে বিচ্যুত হওয়ার এবং আল্লাহের পথে চলিবার পরিণাম, দুর্ভাগ্য-সৌভাগ্য দুনয়ার সহিত জড়িত থাকিলেও উহা মূলতঃ আখিরাতের চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের সহিত জড়িত বিধায় উহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে এই আয়াতে 'পথভ্রান্ত' ও পথপ্রাপ্তের' উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহের পথ হইতে বিচ্যুতির সহিত উম্মাদ এবং আল্লাহের পথে চলিবার সহিত সুস্থবুদ্ধি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকে বলিয়া পরোক্ষভাবে ইহাও বলা হইল যে, কে উম্মাদগ্রস্ত এবং কে সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন তাহা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সম্যক অবগত আছেন।

৮। এই সূরাটি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগেই নাযিল হয়। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন মাক্কার কাফির কুরাইশদিগকে দেব-দেবী ও মূর্তির পূজা পরিত্যাগ করিবার জন্য এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করিবার জন্য আহ্বান জানান তখন ঐ কাফিরেরা তাঁহাকে উহা প্রচার করা হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য আরবের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী একাধিক রমণী, অগাধ ধনরত্ন ও আরবের একচ্ছত্র রাজ্যক্ষমতা তাঁহাকে প্রদান করিবার প্রস্তাব করে। কিন্তু নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐ সবই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের দিকে আহ্বান করিতে থাকেন। যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রমণী, ধনরত্ন ও রাজক্ষমতা অবহেলায় পায়ে ঠেলিয়া দেয় তাঁহাকে আরবের

www.ahlehadeethbd.org

৯। তাহারা বাসনা রাখে যে, আহা! তুমি যদি দীন ইসলাম সম্পর্কে শিথিলতা অবলম্বন করিতে;

অনন্তর তাহারাও শিথিলতা অবলম্বন করিত।

১০। আরও তুমি আদেশ মানিও না কথায় কথায় কসমকারী, নীচাশয়,

১১। ছিদ্রাপকারী-নিন্দুক, চুকলির উদ্দেশ্যে ঘন ঘন যাতায়াতকারী,

٩- ودوا لو تدهن فيدهنون •

١٠- ولا تطع كل حلاف مهين •

١١- هماز مشاء بنميم •

কাফিরেরা 'পাগল' ছাড়া আর কোন্ আখ্যা দিতে পারে? বস্তুতঃ সর্বযুগে সর্ব দেশে ইহাই দেখা যায় যে, নীতি-নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধা যাহাদের নাই তাহারা সৎ অসৎ যে কোন উপায়ে পার্থিব সম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করাকে বুদ্ধিমত্তার কাজ বলিয়া গণ্য করে এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি অনাসক্ত ব্যক্তিকে পাগল, বেঁকুব প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকে।

যাহা হউক পূর্বের আয়াতে প্রকৃত পাগল ও প্রকৃত বুদ্ধিমানের পরিচয় দিবার পরে এই আয়াত হইতে ১৬ আয়াত পর্যন্ত আয়াতগুলিতে আল্লাহ তাঁহার নাবীকে ইসলাম প্রচারে দৃঢ়তা অবলম্বন করিবার জন্য নির্দেশ দেন। পরোক্ষ ভাবে তাঁহাকে জানান হয় যে, আল্লাহ স্বয়ং তাঁহার সহায়তা করিতে থাকিবেন। কাজেই কাফিরদের মন্তব্যে তিনি যেন মোটেই বিচলিত না হন এবং নিজ কর্তব্যে শিথিলতা অবলম্বন না করেন।

৯। **فيدهنون অনন্তর তাহারাও শিথিলতা অবলম্বন করিত**—ইহার তাৎপর্য এই যে, তুমি যদি তোমার প্রচারিত ইসলাম ধর্মে শিথিলতা অবলম্বন করিতে তাহা হইলে তাহারা তোমার সেই শিথিল করা ইসলামের অনুবর্তী হইত। অর্থাৎ তুমি যদি তোমার ইসলামে শিথিলতা অবলম্বন করিয়া আল্লাহের ইবাদাতের সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবী, মূর্তি-প্রতিমার পূজাও যথার্থ বলিয়া মানিয়া লইতে তাহা হইলে তাহারা তোমার ঐ শিথিল ইসলামের অনুসরণ করিত। ফলে, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে মুশরিকই থাকিয়া যাইত।

১০। অষ্টম আয়াতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সাধারণভাবে সকল অবিশ্বাসীর কথা না শুনিবার জন্য আদেশ করার পরে বিশেষভাবে কয়েক প্রকার মুশরিক কাফিরের কথা না মানিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে এবং ইহার পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে নির্দেশ দেন। তন্মধ্যে এই আয়াতে দুই প্রকারের উল্লেখ করা হয়। তাহারা হইতেছে—

(ক) **حلاف : অত্যন্ত কসমকারী, কথায় কথায় আল্লাহের নামে কসমকারী।** আল্লাহের নামের কোনই মর্যাদা তাহাদের অন্তরে নাই। তাই তাহারা মিথ্যা ও অন্যায় ব্যাপারেও আল্লাহের নামে কসম করিতে কোন ইতস্ততঃ করে না।

(খ) **مهين : মূঢ়, ইতর, নীচাশয়।** মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইয়া দিবার জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহের নামে ঘন ঘন কসম করে সে নিশ্চিতভাবে ইতর—ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১১। এই আয়াতে ঐ মুশরিক কাফিরদের আর দুইটি বদ স্বভাবের উল্লেখ করা হয়। তাহা হইতেছে—

(গ) **هماز : সম্মুখে ছিদ্রাপকারী ও পশ্চাতে নিন্দাবাদকারী।**

(ঘ) **مشاء بنميم : (مشاء শব্দের অর্থ অত্যন্ত বিচরণকারী, ঘন ঘন আনাগোনাকারী। نميم : চুকলি করা, লাগানি ভাঙ্গানি করা) চুকলি**

www.ahlehadeethbd.org

১২। মঙ্গল ব্যাপারে অত্যন্ত বাধা দানকারী, সীমালংঘনকারী, ঘোর পাপী ;

১৩। দুর্ধর্ষ ও সর্বোপরি পরক ব্যক্তির

১৪। তাহার কেবলমাত্র ধনের মালিক ও বহু পুত্রের পিতা হওয়ার দরুন।

উদ্দেশ্যে ইহার কথা উহাকে এবং উহার কথা ইহাকে লাগানো কাজে সর্বদা রত ব্যক্তি।

১২। এই আয়াতে ঐ মুশরিক কাফিরের আরও তিনটি মন্দ খাসলাতের কথা বলা হইয়াছে। ঐগুলি এই—

(ঙ) **مناع للخير : সকল মঙ্গল কাজ সম্পাদনে অত্যন্ত বারণকারী।** এখানে এই মঙ্গলের দুইটি তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। (এক) মাল ও ধন সম্পদ। (দুই) ইসলাম গ্রহণ। কাজেই مناع للخير এর একটি তাৎপর্য হইতেছে বখীল, কৃপণ ; যে ব্যক্তি নিজে কাহাকেও দান করা দূরে থাকুক, কেহ যদি দান করিতে চায় তাহাকে দান করিতে বারণ করে। এই স্বভাব ছিল আবু জাহলের। ইহার দ্বিতীয় তাৎপর্য হইতেছে 'ইসলাম গ্রহণে অপরকে যথাসাধ্য বাধাদানকারী। এই স্বভাব ছিল আল্ অলীদ ইব্নু আল্ মুগীরার। এই আল্-অলীদের দশটি পুত্র ছিল। সে তাহার সকল পুত্রকে এবং সকল আত্মীয় স্বজনকে বলিত, "তোমাদের কেহ যদি মুহাম্মাদের অনুসরণ কর তাহা হইলে আমি তাহাকে কোন প্রকার সাহায্য করিব না।"

(চ) **معتد : সীমা লংঘনকারী।** যে সব লোক কাহারো প্রতি যুলম অত্যাচার করে অথবা কাহারো প্রাপ্য আত্মসাৎ করে তাহারা এই সীমা লংঘনকারীর অন্তর্ভুক্ত।

(ছ) **اثيم : (اثم)** : পাপ হইতে فعيل পরিমাপে (اسم المبالغة) অত্যন্ত পাপী, সদা পাপকার্যে মাশগুল।

১৩। এই আয়াতে তাহাদের আরো দুইটি ইতর স্বভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা এই—

۱۲ - مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ٠

۱۳ - عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ٠

۱۴ - أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ٠

(জ) عتل : তাফসীরকারগণ ইহার একাধিক তাৎপর্য বর্ণনা করেন। আকৃতিগত ও স্বভাবগত উভয় প্রকার দোষই এই শব্দের অর্থের মধ্যে পাওয়া যায়। কিম্ভূতকিমাকার দেহধারীকেও যেমন 'উতুল' বলা হয়, সেইরূপ রূঢ় দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোককেও 'উতুল' বলা হয়।

بعد ذلك : এইগুলির পরে, অর্থাৎ এইসব দোষের সেরা দোষ হইতেছে এই যে, সে

(ঝ) زنيم ও বটে। যানীম শব্দের কয়েকটি অর্থ করা হয়। (এক) অজ্ঞাত-বংশীয় লোক হইয়া কোন বিশেষ বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবীকারী, নীচ কুলোদ্ভব। ইহা দ্বারা আল্ অলীদকে বুঝানো হইয়াছে। তাহার আঠারো বৎসর বয়স হওয়া পর্যন্ত তাহার 'পিতা কে' তাহা স্থির হয় নাই। তাহার ১৮ বৎসর বয়সে আল্-মুগীরাহ তাহাকে নিজ পুত্র বলিয়া স্বীকার করে। তাহার পর হইতে আল্-অলীদ কুরাইশ বংশীয় বলিয়া পরিচিত হইতে থাকে। (দুই) কোন কোন ছাগলের কানে যে উদ্গত সরু মাংসপিণ্ড দেখা যায় সেই মাংসপিণ্ডকে 'যানামাহ' (زنمة) বলা হয় আর ঐ ছাগলকে বলা হয় 'যানীম'। এই আল্-অলীদের ঘাড়ে ঐরূপ একখণ্ড উদ্গত মাংসপিণ্ড ঝুলিত বলিয়া তাহাকে যানীম বলা হইয়াছে। ইব্নু আব্বাস রাঃ বলেন, 'যানীম' বিশেষণটি উল্লেখ করার পূর্বে যে আটটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয় তাহা কোন নির্দিষ্ট লোকের উপর প্রযোজ্য হয় না : কেননা, ঐ দোষবিশিষ্ট বহু লোকই পাওয়া যায়। কিন্তু 'যানীম' বিশেষণটির উল্লেখের পরে বর্ণিত লোকটি নির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হইয়া উঠে।

১৪। ان كان—ইহার পূর্বে ل উহ্য ধরিতে হইবে। 'লি আন্ কানা' ইহার অর্থ 'হইবার কারণে'।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৫। যাহার সামনে আমাদের আয়াতগুলি যখন আবৃত্তি করা হয় তখন সে বলে, "এইগুলি আদিম লোকদের কাহিনী ও উপাখ্যান মাত্র।

১৬। শীঘ্রই আমরা তাহাকে দাগাইব তাঁহার শুঁড়ের উপরে।

১৫ - اذا تتلى عليه ايتنا قال اساطير الاولين ‎•

১৬ - سنسمه على الخرطوم ‎•

আয়াতটির তাৎপর্য এই যে যাহার ধনবল ও জনবল অধিক থাকে তাহাকে লোকে ভয় করে এবং তাহার আদেশ নির্দেশ মানিয়া চলে। তাহার অত্যাচারের আশংকায় কেহই তাহার আদেশ অমান্য করিতে সাহস করে না। আল্-অলীদের দশ দশটি দুর্দান্ত যুবক পুত্র এবং অগাধ ধন-সম্পদ থাকায় লোকে তাহাকে বিশেষ সমীহ করিয়া চলিত। অষ্টম আয়াতটিতে সকল অবিশ্বাসীর কথা অগ্রাহ্য করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে নির্দেশ দিবার পরে এই আয়াতগুলিতে ধনবল ও জনবলের অধিকারী মুশরিকের ধন ও জনকে সমীহ করিয়া তাহাদের কথাও অগ্রাহ্য করিবার জন্য নির্দেশ দেন। বলা হয় এইসব বদ স্বভাব-বিশিষ্ট মুশরিকের একমাত্র ধন জন থাকার কারণে তুমি তাহাদের কথা মানিয়া লইও না।

১৫। এই আয়াতে বলা হয় যে, ঐ বদ স্বভাব-বিশিষ্ট লোকটির সামনে এবং ঐ প্রকার অপর লোকের সামনে যখন আল্লাহের আয়াতগুলি তিলাওত করা হয় তখন সে ঐ ধনজনের বলে বলীয়ান হইয়া অহঙ্কারভরে আল্লাহের আয়াতগুলিকে পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং ঐগুলিকে ভিত্তিহীন গাল-গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিবার ধৃষ্টতা দেখাইতেও দ্বিধা বোধ করে না। যে ব্যক্তি আল্লাহের আয়াতকে উপেক্ষা করে তাহার কথা কোনক্রমেই মানা যাইতে পারে না।

১৬। سنسمه : শীঘ্রই আমরা তাহাকে তপ্ত লৌহ দ্বারা দাগাইয়া চিহ্নিত করিব। পূর্বে কয়েক স্থানে বলা হইয়াছে যে, 'সা: শীঘ্রই' বলিয়া 'এই পৃথিবীতে' এবং 'আখিরাতে' উভয় তাৎপর্য যেখানে গ্রহণ করা সম্ভব সেখানে উভয় তাৎপর্যই গ্রহণ করা হইবে।

এখানেও 'শীঘ্রই' এর উভয় তাৎপর্যই গ্রহণ করা হয়।

نسم : ইহার মূল অর্থ 'আমরা তপ্ত লৌহ দাগাইয়া চিহ্নিত করিব' হইলেও ইহার তাৎপর্য 'তরবারী বা বর্শার আঘাতযোগে চিহ্নিত করা' এবং ইহার ভাবার্থ 'মুখ কাল করান', 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা' প্রভৃতিও বুঝায়।

الخرطوم : ইহার মূল অর্থ হাতীর শুঁড়। এখানে 'শুঁড়' বলিয়া 'মানুষের নাক' বুঝানো হইয়াছে। আরবী ভাষার একটি রীতি এই যে, মানুষের কোন অঙ্গের উল্লেখ তাচ্ছিল্যভরে করিতে হইলে সাধারণতঃ পশুর অনুরূপ অঙ্গের নামযোগে মানুষের ঐ অঙ্গটির উল্লেখ করা হইতে থাকে। আমরা বাংলা ভাষাতেও ঐরূপ করিয়া থাকি। যথা মানুষের ওষ্ঠাধরকে আরবীতে বলা হয় 'শিফাহ'; আর উটের ওষ্ঠাধরকে বলা হয় 'মাশাফির'। মানুষের ওষ্ঠাধরকে তাচ্ছিল্যভরে মাশাফির' বলা হয় অনুরূপভাবে মানুষের পদতল হইতেছে 'আকদাম' ঘোড়ার খুর হইতেছে 'হাওাফির', আর ছাগল-গরুর খুর হইতেছে 'আয্লাফ'। মানুষের পদতলকে তাচ্ছিল্যভরে 'হাওাফির' ও 'আয্লাফ' বা খুর বলা হয়। আমরাও তাচ্ছিল্যভরে কখন কখন মানুষের পদতলকে 'খুর' বলিয়া থাকি। এই আয়াতে ঐ অলীদের নাকের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্য তাহার নাককে 'আন্ফ্ : নাক না বলিয়া খুরতুম : শুঁড় বলা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নাক দাগান—মানুষের মুখমণ্ডল হইতেছে তাহার শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ; আবার এই মুখমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ অংশ হইতেছে তাহার নাক। এই কারণে আরবীতে 'আনাফাহু; নাক করা' শব্দটি এবং বাংলা ভাষাতেও 'নাক করা' যেমন 'অহঙ্কার করা' অর্থে ব্যবহৃত হয় সেইরূপ আরবীতে 'নাক দাগান' এবং বাংলায় 'নাক কাটা' 'চরমভাবে অপমান করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটির ব্যাখ্যা তিন ভাবে করা হয়। (এক) 'আমরা তাহার নাকে এই শুনয়াতেই ক্ষত-চিহ্ন অঙ্কিত করিব।' বস্তুতঃ বাদর যুদ্ধে আবু জাহলের নাকে ছিদ্র করিয়া, ঐ ছিদ্রে দড়ি পরাইয়া তাহার মাথাটি হেঁচড়াইয়া টানিয়া আনেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। আর ঐ বাদর যুদ্ধেই অলীদের নাক কাটা হয়।

(দুই) শুনয়াতে যে ব্যক্তির মধ্যে যে গুণটি অথবা যে দোষটি সর্বপ্রধান হইয়া থাকে আখিরাতে তাহাকে অনুরূপ চিহ্নে চিহ্নিত করা হইবে। অহঙ্কারী ব্যক্তি যেহেতু কথায় কথায় নাক সিটকাইয়া থাকে কাজেই আখিরাতে তাহার নাকে এমন অপমান চিহ্ন অঙ্কিত করা হইবে যে, তাহার ফলে সে মাথা উচু করিয়া তাকাইতে পারিবে না। এই অপমান চিহ্নের স্বরূপ কি হইবে তাহা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

(তিন) এই ব্যাখ্যাটি হইতেছে ভাবার্থগত অর্থ এবং কাজেই দুর্বলতম ব্যাখ্যা। সূরাহ আলু 'ইমরান ১০৬ আয়াত বলা হইয়াছে "কিয়ামত দিবসে এক দল লোকে মুখমণ্ডল শুভ্র হইবে এবং এক দলের মুখ কাল হইবে।" এই আয়াতে 'নাক দাগানো' এবং ঐ আয়াতে 'মুখ কাল হওয়া' উভয়ের তাৎপর্য একই।

ইহার পর এই সূরার শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা মাক্কার কাফির মুশরিকদের অবস্থা সম্পর্কে একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেন।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়লের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

(৮৪—৯) حدثنا اسحق بن موسى انا معن انا مالك عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ياكل يعني الرجل بشماله او يمشي في نعل واحدة ٠

(৮৫—১০) حدثنا قتيبة عن مالك ح حدثنا اسحق بن موسى انا معن انا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدء باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال فلتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع ٠

(৮৪—৯) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইস্হাক ইব্নু মূসা, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মা'ন, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মালিক, তিনি রিওায়াত করেন আবুয্-যুবাইর হইতে, তিনি জাবির হইতে, নিশ্চয় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিষেধ করেন যে, কোন লোক যেন তাহার বাম হাত দিয়া না খায় অথবা এক পায়ে জুতা পরিয়া না হাঁটে।

(৮৫—১০) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ, তিনি রিওায়াত করেন মালিক হইতে; আরও আমাদিগকে হাদীস শোনান ইস্হাক ইব্নু মূসা, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মা'ন, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মালিক, তিনি রিওায়াত করেন আবুয্-যিনাদ হইতে, তিনি আল্-আ'রাজ হইতে, তিনি আবূ হুরাইরা হইতে, নিশ্চয় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যখন জুতা পরিতে লাগিবে তখন সে যেন ডান পা দিয়া আরম্ভ করে এবং সে যখন জুতা খুলিবে তখন সে যেন বাম পা দিয়া আরম্ভ করে। ফলে, ডান পায়ে প্রথমে জুতা পরিতে হইবে এবং বাম পা হইতে প্রথমে জুতা খুলিতে হইবে।

(৮৪—৯) এই হাদীসটি ইমাম মালিকের আল্ মুওত্তা : ২।২২০, সাহীহ মুসলিম ২।১৯৮ এবং আবু দাউদ : ২।২১৭ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

(৮৫—১০) এই হাদীসটি সাহীহ আল্-বুখারী : ৮৭০, সাহীহ মুসলিম : ২ | ১৯৭, আবু দাউদ ২ | ২১৭, ইবনু মাজাহ : ২৬৬ এবং জামি' তিরমিযীতে (তুহফা : ৩ | ৬৮) বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٨٦ ١١) حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى انا محمد بن جعفر انا شعبة ثنا اشعث وهو ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره ٠

(٨٧—١٢) حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبد الله ثنا عبد الرحمن بن قيس ابو معاوية انبانا هشام عن محمد عن ابي هريرة قال كان لنعل رسول

(৮৬—১১) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্নুল্ মুসান্না, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মুহাম্মাদ ইব্নু জা'ফার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান শু'বাহ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আশ্'আস—আর তিনি হইতেছেন আবুশ্ শা'সা'এর পুত্র—আশ্'আস রিওায়াত করেন তাঁহার পিতা হইতে, তিনি মাস্রূক হইতে, তিনি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার চুল আঁচড়ানো, জুতা পরা ও উযূ, গুসল, তায়াম্মুম ব্যাপারে যথাসাধ্য ডান দিক হইতে আরম্ভ করিতে পসন্দ করিতেন।

(৮৭—১২) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু মারযূক আবূ আবদুল্লাহ, তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুর রাহমান ইব্নু কাইস আবূ মু'আত্তিয়াহ, তিনি বলেন আমাদিগকে লিখিত হাদীস জানান হিশাম, তিনি রিওায়াত করেন মুহাম্মাদ হইতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্যাণ্ডেলের দুইটি করিয়া ফিতা ছিল।

(৮৬—১১) এই হাদীসটি অপর সানাদযোগে চতুর্থ অধ্যায়ে (৩ নং হাদীস) বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীস সম্পর্কিত বিস্তারিত টীকা ঐখানে দেখুন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبالان وأبي بكر وعمر رضى الله عنهما واول من عقد عقدا واحد عثمان رضى الله عنه ۔

আবুবাকর ও 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমারও তাহাই ছিল। সর্বপ্রথম যিনি একটি ফিতা বাঁধেন তিনি হইতেছেন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু।

(৮৭—১২) হযরত 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু স্যাণ্ডেলের দুই ফিতার স্থলে এক ফিতা কেন ব্যবহার করেন তাহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া আলিমগণ বলেন যে, উহা দ্বারা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ইহাই বুঝাইতে চান যে, দুই ফিতা ব্যবহার করা কোন ধর্মীয় ব্যাপার নহে। বরং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যামানায় এবং হযরত আবুবাকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় দুই ফিতার প্রচলন বেশী ছিল বলিয়া তাঁহারা দুই ফিতার স্যাণ্ডেল ব্যবহার করিতেন। আর হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহুর যামানায় এক ফিতাযুক্ত স্যাণ্ডেলের প্রচলন বেশী হওয়ায় তিনি উহা ব্যবহার করেন।

উল্লিখিত হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, দেশ কাল ভেদে বিভিন্ন ছাঁটকাটের স্যাণ্ডেল, চটি ও জুতা ব্যবহারে শারী'আতের তরফ হইতে কোন বাধা নিষেধ নাই।

بَابُ مَاجَاءَ فِي ذِكْرِ خَاتَمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(দ্বাদশ অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আংটির বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ *

* পূর্বের অধ্যায়গুলির শিরোনামায় ইমাম তিরমিযী 'যিকর' বা সিফাত বা ঐ ধরণের কোন শব্দ ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু এই অধ্যায়ে 'যিকর' শব্দ যোগ করেন বলিয়া প্রশ্ন উঠে, এখানে এই 'যিকর' শব্দটি যোগ করার কারণ কী? জওয়াবে বলা হয় যে, দ্বিতীয় অধ্যায়টি ছিল 'খাতামুন্ নুবুওাত' আর এই অধ্যায়টি হইতেছে 'খাতামুন্নাবী'। অধ্যায় দুইটির শিরোনামা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও অধ্যায় দুইটির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টতর করিবার জন্য এই অধ্যায়ে 'যিকর' শব্দটি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, 'খাতামুন্ নুবুওাত' বলিয়া তাঁহার পৃষ্ঠস্থিত উদ্গত মাংসখণ্ডটিকে বুঝানো হয়, আর 'খাতামুন্নাবী' বলিয়া তাঁহার আংটিকে বুঝানো হয়।

www.ahlehadeethbd.org

(٨٨—١) حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا •

(٨٩—٢) حدثنا قتيبة انا ابو عوانة عن ابي بشر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه •

قال ابو عيسي ابو بشر اسمه جعفر بن ابى وحشية •

(৮৮—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ ইবনু সা'ঈদ এবং আরও একাধিক ব্যক্তি, তাঁহারা রিওায়াত করেন আবদুল্লাহ ইবনু ওাহাব হইতে, তিনি রিওায়াত করেন য়ুনুস হইতে, তিনি ইবনু শিহাব হইতে, তিনি আনাস ইবনু মালিক হইতে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আংটি ছিল চাঁদির তৈয়ারী এবং ঐ আংটির যে অংশে তাঁহার নাম খোদিত ছিল তাহা ছিল আবিসিনীয়ার পাথর।

(৮৯—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আবূ 'আওানাহ, তিনি রিওায়াত করেন আবূ বিশ্র হইতে, তিনি নাফি' হইতে, তিনি ইবনু 'উমার হইতে বর্ণনা করেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লাম চাঁদির একটি আংটি তৈয়ার করান। অনন্তর তিনি উহা দ্বারা পত্রাদি মোহরাঙ্কিত করিতেন এবং উহা পরিতেন না।

আবূ 'ঈসা বলেন, 'আবূ বিশ্র' এর নাম জা'ফার ইবনু আবূ ওাহশীয়াহ।

(৮৮—১) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাহার জামি' গ্রন্থেও বর্ণনা করিয়াছেন।—তুহফাহ : ৩।৫১। তাহা ছাড়া সুনান আবূ দাউদ : ২।২২৭, সুনান আননাসা'ঈ : ২।২৮৮ ও ইবনু মাজাহ : ২৬৭ পৃষ্ঠাতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

(৮৯—২) اتخذ خاتما : তিনি আংটি তৈয়ার করান। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই আংটি তৈয়ার করার কাল সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। একদল বলেন, হিজরী ষষ্ঠ সনে এবং অপর দল বলেন হিজরী সপ্তম সনে উক্ত আংটিটি তৈয়ার করা হয়। ইহা সুনিশ্চিত যে, হিজরী ষষ্ঠ বর্ষের শেষ দিকে যুল্কা'দাহ মাসে হুদাইবিয়াহ সন্ধি সম্পাদিত হয়। অনন্তর মাদীনা ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরবের বাহিরে বিভিন্ন রাজাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া পত্র লিখিতে মনস্থ করেন। আর ইহাও সুনিশ্চিত যে, হিজরী সপ্তম বর্ষের

www.ahlehadeethbd.org

(٩٠—٣) حدثنا محمود بن غيلان انا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي انا زهير ابو خيثمة عن حميد عن انس قال كان خاتم رسول الله صلي الله عليه وسلم من فضة فصه منه •

(৯০—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান মাহ্‌মূদ ইব্‌নু গাইলান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান হাফ্‌স ইব্‌নু 'উমার ইব্‌নু 'উবাইদ—তিনি তানাফিসী ছিলেন, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান যুহাইর আবূ খাইসামাহ, তিনি রিওয়ায়াত করেন হুমাইদ হইতে, তিনি আনাস হইতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আংটি চাঁদির তৈয়ারী ছিল এবং উহার নাম খোদাই করার অংশটিও চাঁদির ছিল।

মুহার্‌রাম মাসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার বিভিন্ন দূত মারফতে পত্রগুলি পাঠাইয়া দেন। কাজেই ইহা যুক্তিসঙ্গত যে, হিজরী ষষ্ঠ বর্ষের শেষভাগে ঐ আংটিটি প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

لا يلبسه : তিনি উহা পরিধান করিতেন না। পরবর্তী অধ্যায়টির শিরোনামাতে এবং ঐ অধ্যায়ের নয়টি হাদীসের মধ্যে সাতটিতে বলা হইয়াছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার ডান হাতে আংটি পরিতেন। এই পরস্পরবিরোধী হাদীসের মধ্যে তিন ভাবে সমন্বয় করা হয়। (এক) এই অধ্যায়ের সপ্তম হাদীস হইতে জানা যায় যে, আংটিটিতে 'আল্লাহ' নাম অঙ্কিত থাকার কারণে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পায়খানায় যাইবার পূর্বে উহা খুলিয়া রাখিতেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে মোহর করার জন্য আংটিটি আনা হইলে মোহর করার পরে তিনি উহা সাময়িকভাবে নিজ আঙুলে পরাইয়া রাখিতেন। পরে অন্দর মহলে গেলে উহা খুলিয়া রাখিয়া দিতেন অথবা উহা সাময়িক ভাবে পরিয়া থাকাকালে পায়খানায় যাইবার প্রয়োজন হইলে উহা খুলিয়া রাখিয়া দিতেন। এই দিকে লক্ষ্য করিয়া **لا يلبسه** এর অর্থ 'তিনি পরিতেন না' না করিয়া যদি 'তিনি পরিয়া থাকিতেন না' করা হয় তাহা হইলে উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে আর কোন বিরোধ থাকে না। বস্তুতঃ এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এই হাদীসে ইহাই জানাইতে চাহেন যে, ঐ আংটিটি মূলতঃ মোহর করার উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত করা হইয়াছিল। উহা পরিয়া অলংকৃত হইবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয় নাই।

(দুই) ঐ আংটি তৈয়ার করিবার পরে প্রথম প্রথম কিছুকাল ধরিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কেবলমাত্র মোহর করার কাজেই উহা ব্যবহার করিতেন; উহা মোটেই পরিতেন না। পরে তিনি সাময়িকভাবে উহা পরিধান করিতেন। এই সাময়িক পরিধানের বিবরণ প্রথম জওয়াবে দেওয়া হইয়াছে।

(তিন) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দুইটি আংটি ছিল। একটিতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' খোদিত ছিল এবং অপরটিতে কিছুই খোদিত ছিল না। প্রথমটি তিনি পরিধানই করিতেন না; আর সাময়িকভাবে পরিধান করিলেও পায়খানায় যাইবার পূর্বে উহা খুলিয়া রাখিতেন এবং অপর আংটিটি তিনি সকল সময় পরিয়া থাকিতেন।

(৯০—৩) এই হাদীসটি সাহীহ আল্‌ বুখারী : ৮৭২, সুনান আবূ দাউদ : ২।২২৮ এবং সুনান আন্‌-নাসাঈ : ২।২৮৮ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

(٩١—٤) حدثنا اسحق بن منصور انا معاذ بن هشام ثنى ابى عن قتادة عن انس بن مالك قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى العجم قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم

(৯১—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইসহাক ইব্নু মান্সুর, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মু'আয ইব্নু হিশাম, তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান আমার পিতা, তিনি রিওায়াত করেন কাতাদাহ হইতে, তিনি আনাস ইব্নু মালিক হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন আরবের বাহিরে পত্র লিখিবার ইচ্ছা করেন তখন তাঁহাকে বলা হয়, ইহা নিশ্চিত যে, যে পত্রের উপরে মোহর অঙ্কিত থাকে সেই পত্র ছাড়া অন্য কোন পত্র অনারবেরা

ابو الطنافسي : তিনি আত্-তানাফিসী ছিলেন। 'তানাফিস' এর সহিত সম্বন্ধসূচক 'য়া' যুক্ত হইয়া 'আত্-তানাফিসী' হইয়াছে। 'তানাফিস' বহুবচন; ইহার একবচন হইতেছে طنفسة (উচ্চারণ: তিন্ফাসাহ, তিন্ফিসাহ ও তুন্ফাসাহ—এই তিনভাবেই হইয়া থাকে। ইহার অর্থ হইতেছে, উটের চুলের অথবা খেজুর গাছের পাতার নকশাদার এক হাত চওড়া বিছানা বিশেষ। এই বর্ণানাকারী উহা প্রস্তুত করিতেন অথবা উহা বিক্রয় করিতেন বলিয়া তিনি 'আত্তানাফিসী' নামে পরিচিত হন। রাবীর অতিরিক্ত পরিচয় হিসাবে ইমাম তিরমিযী এই বাক্যটি বৃদ্ধি করেন। উহা যদি তাঁহার উস্তাদের উক্তি হইত তাহা হইলে শুধু 'আত্-তানাফিসী' থাকিত; হুওাত্ তানাফিসী বলা হইত না।

زهير ابو خيثمة : যুহাইর আবু খাইসামাহ। এই স্তরে অপর একজন রাবী হইতেছেন 'যুহাইর আবুল-মুন্যির'। পার্থক্য করিবার জন্য 'আবু খায়সামাহ' বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

فصه منه : উহার নাম খোদাই করার অংশটিও চাঁদির ছিল। এই অধ্যায়ের প্রথম হাদীসে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার চাঁদির আংটির নাম অঙ্কিত করার অংশটি আবিসিনীয়ার পাথর ছিল। ইহার সমন্বয় এইভাবে করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চাঁদির দুইটি আংটি ছিল। একটিতে আবিসিনীয়ার পাথর বসানো ছিল এবং অপরটির নাম খোদাই করার অংশটি চাঁদিরই ছিল। ইহার অপর সমন্বয়ের কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু উহা আমার মতে টিকে না বলিয়া উহার উল্লেখ করিলাম না।

(৯১—৪) এই হাদীসটি সাহীহ আল্-বুখারী: ৮৭২, সুনান আবু দাউদ: ২। ২২৭ ও সুনান আন্-নাসা'ঈ: ২। ২৮৮ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

العجم : আল্-'আজাম। মূলতঃ ইহার অর্থ 'অনারব'। আরব ছাড়া আর সব দেশকে এবং আর সব জাতিকে 'আজাম' বলা হয়। কিন্তু কখন কখন 'আজাম বলিয়া পারস্য দেশকে বুঝানো হয়। এখানে সমগ্র অনারব জাতিকে বুঝানো হইয়াছে। কাজেই রূমও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

فاصطنع خاتما فكاني انظر الى بياضه في كفه •

(৯২—৫) حدثنا محمد بن يحيى انا محمد بن عبد الله الانصارى ثني

ابى عن ثمامة عن انس بن مالك قال كان نقش خاتم النبى صلى الله

গ্রাহ্য করে না। ফলে তিনি একটি আংটি তৈয়ার করান। তাঁহার হাতের তলায় রাখা ঐ আংটিটির শুভ্রতা আমি যেন এখনও দেখিতেছি।

(৯২—৫). আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইবনু য়াহ্য়া, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ আল্-আন্সারী, তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান আমার পিতা, তিনি রিওয়ায়াত করেন সুমামাহ হইতে, তিনি আনাস ইবনু মালিক হইতে, তিনি বলেন, নাবী

তারপর এখানে আল্-'আজামের তাৎপর্য হইতেছে অনারব জাতিসমূহের রাজা-বাদশাহ ও নেতাগণ।

خاتم......لا يقبلون :—অর্থাৎ যে পত্রের উপরে মোহর অঙ্কিত থাকে না তাহা রাজা বাদশাহ নেতাগণ গ্রাহ্য করেন না। ইহার কারণ এই ছিল যে, কোন পত্র মোহরযুক্ত না হইলে স্বাভাবিকভাবেই উহার যথার্থ ও অকৃত্রিম হওয়া সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। এই কারণে ঐ প্রকার পত্র গ্রাহ্য করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, মোহর দ্বারা পত্রের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মোহর না হইলে স্বভাবতঃ এই ধারণাই জন্মে যে, ইহা একটি সাধারণ পত্র মাত্র। ইহা বিশেষ যরূরী ও গুরুত্বপূর্ণ পত্র নহে।

اصطنع خاتما এর অর্থ হইতেছে 'তিনি বানান,' 'তিনি গড়ান'। ইহার তাৎপর্য এই নয় যে, তিনি নিজ হাতে ঐ আংটি গড়ান ; বরং ইহার তাৎপর্য এই যে, তাঁহার আদেশে অপর কোন লোক উহা তৈয়ার করে। এই ধরণের একটি বাক্য হইতেছে 'বাদশাহ অমুক নগরটি নির্মাণ করেন'। বাক্যটির তাৎপর্য ইহা নয় যে, বাদশাহ নিজে মিস্ত্রী হইয়া নগরটি নির্মাণ করেন ; বরং উহার তাৎপর্য এই যে, বাদশাহের আদেশে নগরটি নির্মিত হয়।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই আংটি যিনি তৈয়ার করেন তিনি হইতেছেন তাঁহার স্বর্ণকার সাহাবী য়া'লা ইবনু উমাইয়াহ (يعلى بن امية)

(৯২—৫) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—তুহ্ফাহ : ৩ | ৫২ ; তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ আল বুখারীর ৮৭৪ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

محمد سطر ورسول سطر والله سطر—'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি' এর মুহাম্মাদ শব্দের শেষে দুই পেশ আছে বলিয়া উহা ঐভাবেই পড়িতে হইবে। কিন্তু 'রাসূলু' শব্দের শেষে এক পেশ আছে বলিয়া এই হাদীসে 'রাসূল' এক পেশযোগেও পড়া শুদ্ধ হইবে এবং 'আল্লাহি' এর শেষে যের আছে বলিয়া এই হাদীসে 'আল্লাহি' পড়াও শুদ্ধ হইবে। ইহাকে حركت حكائية যোগে পাঠ বলা হয়। কাজেই ঐ অংশটি এই ভাবেও পড়া যায়—

www.ahlehadeethbd.org

وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر•

সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আংটিতে অঙ্কিত ছিল 'মুহাম্মাদ' এক লাইনে, 'রাসূল' এক লাইনে এবং 'আল্লাহ' এক লাইনে।

محمد سطر ورسول سطر والله سطر

এই হাদীসে বলা হয় যে, 'মুহাম্মাদ', 'রাসূল' ও 'আল্লাহ' এই শব্দ তিনটি আংটির উপরে তিন লাইনে অঙ্কিত ছিল কিন্তু এই লাইন তিনটি কীভাবে সাজানো ছিল—ইমাম 'আসকালানী বলেন—সে সম্পর্কে কোন রিওায়াত পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে আস্‌নাওী বলেন, আমার স্মরণ আছে যে, উহা নীচের দিক হইতে পঠিত হইত এবং আল্লাহ শব্দটি সর্ব উপর লাইনে ছিল। ইমাম ইবনু জুমা'আহ বলেন, ইহাই আদবের অনুকূল বলিয়াও মনে হয়। যাহা হউক, রাসূলুল্লাহ সঃ যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে মিসর-রাজ মিকাওকাসের নিকট প্রেরিত পত্রটি এখনও সুরক্ষিত রহিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, সবার উপর লাইনে 'আল্লাহ', সবার নিম্নের লাইনে 'মুহাম্মাদ' ও মধ্যের লাইনে 'রাসূল' এইভাবে রহিয়াছে—

الله
رسول
محمد

ইমাম ইব্‌নু জুমা'আহ বলেন, আংটিতে শারীআতগর্হিত কিছু অঙ্কিত করা হারাম হইবে। যথা মানুষ বা কোন জীবজন্তুর মূর্তি অঙ্কিত করা। কেবলমাত্র সৌন্দর্যের জন্য ফুল-পাতা ইত্যাদি অঙ্কিত করা জায়িয হইবে। নাম অথবা শিক্ষামূলক কোন উক্তি অঙ্কিত করা উত্তম হইবে।

লোকে সাধারণতঃ আংটিতে নিজ নাম অঙ্কিত করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহ কেহ অন্য কিছুও অঙ্কিত করেন। কতিপয় সাহাবী ও ইমামদের আংটিতে যাহা অঙ্কিত ছিল বলিয়া জানা যায় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

হযরত 'উমার রাঃ—كفى بالموت واعظا (কাফা বিল্‌মাওতি ওা'ইযান্) : উপদেশদাতা হিসাবে মৃত্যুই যথেষ্ট।

হযরত 'আলী রাঃ—لله الملك (লিল্লাহিল্ মুল্‌ক) রাজ্য একমাত্র আল্লাহেরই।

আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল্ জার্‌রাহ রাঃ ও হুযাইফাহ রাঃ—الحمد لله (আলহামদু লিল্লাহ) : আল্লাহেরই প্রশংসা।

ইমাম বাকির রহঃ—العز لله (আল্-'ইয্‌যাতু লিল্লাহ) : সম্মান ও প্রতিপত্তি আল্লাহের অধিকারে।

ইব্‌রাহীম নাখা'ঈ রহঃ—الثقة بالله (আস্-সিকাতু বিল্লাহ) : আল্লাহেরই ভরসা।

মাসরূক রহঃ—بسم الله (বিসমিল্লাহ) : আল্লাহের নামের বারাকাতে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(٩٣—٦) حدثنا نصر بن علي الجهضمي ابو عمرو انبانا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن انس ان النبى صلي الله عليه وسلم كتب الى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له انهم لا يقبلون كتابا الا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله ٠

(৯৩—৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান নাস্‌র ইবনু 'আলী আল্‌জাহ্‌যামী আবূ 'আম্‌র, তিনি বলেন আমাদিগকে লিখিত হাদীস বর্ণনার অনুমতি দেন নূহ ইবনু কাইস, তিনি রিওয়ায়াত করেন খালিদ ইবনু কাইস হইতে, তিনি কাতাদাহ হইতে, তিনি আনাস হইতে বর্ণনা করেন যে, ইহা নিশ্চিত যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (পারস্য সম্রাট) কিস্‌রা, (রোম-সম্রাট) কাইসার ও (আবিসিনীয়-রাজ) আন্‌-নিজাশীকে পত্র লিখিতে ইচ্ছা করেন। অনন্তর তাঁহাকে বলা হয়, ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহারা মোহর অঙ্কিত ছাড়া কোন পত্র গ্রাহ্য করেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একটি আংটি তৈয়ার করান- উহার বৃত্তটি ছিল চাঁদির। এবং তিনি ঐ আংটিতে 'মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ' অঙ্কিত করান।

(৯৩—৬) এই হাদীসটি ও এই অধ্যায়ের ৪নং হাদীসটি একই ; কেবলমাত্র ভিন্ন সানাদে বর্ণিত হওয়ায় কয়েকটি শব্দের পার্থক্য রহিয়াছে।

كتب : ইহার অর্থ 'তিনি লিখিলেন'। কিন্তু এই অধ্যায়ের ৪নং হাদীসটির পরিপ্রেক্ষিতে ইহার অর্থ করা হইল, 'তিনি লিখিতে ইচ্ছা করেন'।

এই অধ্যায়ের ৫ নং হাদীসে বলা হইয়াছে এবং মিকাওকাসের নিকট লিখিত আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত পত্রটিতেও দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আংটিতে তিন লাইনে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কিত ছিল। কাজেই ইহার বিপরীত যাহা কিছু অপর হাদীসগুলিতে পাওয়া যায়, সেই হাদীসগুলিই প্রামাণ্য নয় বলিয়া ঐগুলি এই সাহীহ হাদীসগুলির সম্মুখে টিকিতে পারে না।

হাদীসগুলির দুর্বলতা বর্ণনা সহকারে ঐগুলি নিয়ে বর্ণনা করা হইতেছে।

(ক) আবুশ্‌-শাইখ তাঁহার 'আখ্‌লাকুন্নাবী' পুস্তকে 'আর্‌'আরাহ হইতে, তিনি 'উর্‌ওয়া ইবনু সাবিত হইতে, তিনি সুমামাহ হইতে, তিনি আনাস রাঃ হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আংটিতে আবিসিনীয়ার পাথর বসানো ছিল এবং তাহাতে অঙ্কিত ছিল, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। ইমাম আল্‌মাদিনী বলেন, এই সানাদে 'আর্‌'আরাহ - রাবী যা'ঈফ। কাজেই হাদীসটি প্রমাণে ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য। অনুরূপ ভাবে

(খ) ইবনু সা'দ বর্ণনা করেন ইবনু সীরীন তাবি'ঈর একটি মুরসাল হাদীস। তাহাতে বলা হয় যে, ঐ আংটিতে 'বিসমিল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কিত ছিল। ইহা মুরসাল হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যাত।

www.ahlehadeethbd.org

(٧—٩٤) حدثنا اسحق بن منصور انبانا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه ٭

(৯৪—৭) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইস্হাক ইব্নু মান্সূর, তিনি বলেন আমাদিগকে লিখিত হাদীস বর্ণনার অনুমতি দেন সা'ঈদ ইব্নু 'আমির ও আল্-হাজ্জাজ ইব্নু মিন্হাল, তাঁহারা রিওায়াত করেন হাম্মাম হইতে, তিনি ইব্নু জুরাইজ হইতে, তিনি যুহ্রী হইতে, তিনি আনাস ইব্নু মালিক হইতে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা এই ছিল যে, তিনি যখন পায়খানায় প্রবেশ করিতে যাইতেন তখন তিনি তাঁহার আংটি খুলিয়া রাখিতেন।

(গ) আবদুল্লাহ ইব্নু মুহাম্মাদ ইব্নু 'আকীল একটি আংটি বাহির করিয়া বলেন যে, উহা দ্বারা আল্ মুস্তাফা মোহর করিতেন। ঐ আংটিটিতে বাঘের মূর্তি ছিল। হাদীস বর্ণনা ব্যাপারেই এই বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। (দেখুন তুহ্ফাহ : ১। ১৪) তদুপরি হাদীসটি মু'যাল (অর্থাৎ বর্ণনাকারী ও রাসূলুল্লাহ সঃ র মধ্যে একাধিক স্তরের ব্যবধান আছে) বলিয়া উহা প্রামাণ্য নহে। এই রিওায়াতগুলি ছাড়া বিভিন্ন সাহাবীর আংটিতে বিভিন্ন জীবজন্তুর মূর্তি ছিল বলিয়া যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় তাহাও এই জন্য গ্রহণযোগ্য নহে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জীবজন্তুর মূর্তি অঙ্কিত করা সম্পর্কে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। কাজেই সাহাবী হুযাইফাহ রাঃ-এর আংটিতে মুখামুখী দুইটি সারস জাতীয় পাখীর মূর্তি ও ঐ দুই মূর্তির মাঝে 'আল্হাম্দুলিল্লাহ' অঙ্কিত ছিল, আনাস রাঃ-এর আংটিতে একটি উপবিষ্ট সিংহের মূর্তি ছিল এবং 'ইমরান ইব্নু হুসাইন রাঃ-এর আংটিতে ঘাড়ে তরবারী ঝুলানো মনুষ্য মূর্তি ছিল বলিয়া যে সব বিবরণ পাওয়া যায় তাহা সত্য নহে। আর যদি সত্য হয় তাহা হইলে উহা জীবজন্তুর মূর্তি অঙ্কন নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা হইবে।

(৯৪—৭) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—তুহ্ফাহ : ৩। ৫৩। তাহা ছাড়া সুনান আন্-নাসা'ঈ ২। ২৮৯ পৃষ্ঠাতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

اذا دخل الخلاء ইহার সাধারণ অর্থ 'তিনি যখন পায়খানায় প্রবেশ করিতেন' হইলেও ইহার তাৎপর্য হইবে 'তিনি যখন পায়খানায় প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেন'।

نزع خاتمه—তাঁহার আংটি খুলিয়া রাখিতেন। এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, কোন বস্তুর উপর আল্লাহের নাম অঙ্কিত থাকিলে তাহা প্রকাশ্যভাবে লইয়া পায়খানায় প্রবেশ করা মাক্রূহ হইবে। থলি অথবা পকেটে লইয়া পায়খানায় প্রবেশ করা আলিমগণ জায়িয বলেন। আর 'মুহাম্মাদ' যদি কাহারও নাম হয় এবং সেই হিসাবে যদি উহা আংটিতে খোদাই করা বা অঙ্কিত করা হয় তবে তাহা পরিয়া পায়খানায় যাইতে কোন দোষ নাই। কিন্তু নামের সম্মানার্থে যদি 'মুহাম্মাদ' বা 'আহ্মাদ' শব্দ আংটিতে অঙ্কিত করা হয় তাহা হইলে উহা পরিয়া পায়খানায় যাওয়া মাক্রূহ হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

॥ মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ॥

ইবনে রুশ্‌দ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

হাকামের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হাশাম যদিও দর্শন শাস্ত্রের বৈরী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সময় হইতে দীর্ঘকাল যাবৎ কেহ দর্শন বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই, তবুও হেকাম দার্শনিকদিগের এমন দল সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, যাহাদিগের কল্যাণে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা শেষ পর্যন্ত রহিয়া গিয়াছিল। আহমদ ও ওমর দুইজন সহোদর ভাই ৩৩০ হিজরী অব্দে বিদ্যোপার্জনের নিমিত্ত বাগদাদ গমন করেন এবং ৩৫১ হিজরী অব্দে অর্থাৎ হেকামের সিংহাসানারোহণের এক বৎসর পরে তথা হইতে প্রত্যাগত হন। হেকাম উভয় ভ্রাতাকে নিজের খাস দরবারে বরণ করিয়া লন। মোহাম্মদ বিন আবুল জিলি নামক আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এই উদ্দেশ্যেই ৩৭৭ হিজরী অব্দে পূর্ব দেশাবলী পরিভ্রমণ করেন এবং ঐ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়শাস্ত্র-বিশারদ আবু ছোলেমান মোহাম্মদ বিন জাহের বিন বাহরাম মিসতালীর নিকট ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষা করেন। তিনি ৩৬১ হিজরীতে স্পেনে প্রত্যাগমন করেন। হেকাম তাঁহাকে চিকিৎসা বিভাগে নিযুক্ত করেন। হেকামের দরবারে আরও অনেক দার্শনিক পণ্ডিত অবস্থিতি করিতেন, যাহাদিগের মধ্যে আহমদ বিন হেকাম বিন হাকমুন ও আবুবকর আহমদ ইবনে জাবের সমধিক স্বনামখ্যাত ছিলেন। এই সকল ব্যক্তি ও তদীয় শিষ্য-নুশিষ্য পরম্পরায় দার্শনিকদিগের একটি পৃথক গোত্রের অস্তিত্ব রক্ষা হইয়া আসিতেছিল, এমন কি আবদুল্লাহ বিন আলকেতলী যিনি ৪২০ হিজরী অব্দে পরলোকগমন করেন, যখন ন্যায় শাস্ত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে চাহেন, তখন মোহাম্মদ বিন আবদুল জিলী ব্যতীত দার্শনিকদিগের একটি বৃহৎ শক্তি যথা, ওমর বিন ইউনুস, আহমদ বিন হেকাম, আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন ইব্রাহীম আলকাজী, আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন মাসউদ, মোহাম্মদ বিন ময়ুন, আবুল কাসেম ফিদ বিন নাজম, সাঈদ বিন ফাৎমুন, আবুল হারুদ আসকাফ, আবু মরয়ান বজারী প্রভৃতি বর্তমান ছিলেন, আবু আবদুল্লাহ ঐ সব মনীষীর শিষ্যত্বের গৌরব লাভ করিয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা বিবেচনার উপযুক্ত, (উহা এই) যে, হেকাম মুসলমানদিগের সহিত ইহুদী ও খৃষ্টানদিগেরও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তিনি অনেক খৃষ্টান ও ইহুদী পণ্ডিতকে স্বীয় দরবারে স্থান দান করেন এবং তাহাদিগকে এরূপ ভাবে গৌরবান্বিত করেন যে, তাহারা স্বীয় ধর্ম বিদ্যা শিক্ষার্থে আর বাগদাদের মুখপেক্ষী রহেন নাই। ইবনে আবি আসবিয়া বর্ণনা করেন যে, হেকামের সময় পর্যন্ত স্পেনবাসী ইহুদীগণ স্বীয় ধর্মোৎসব ও ধর্মতত্ত্বের সমাধানে বাগদাদের মুখাপেক্ষী ছিলেন এবং ঐ স্থান হইতেই লিখিত মীমাংসা পত্র আনাইতেন। কিন্তু যখন হাকাম হামাদাঈ বিন ইসহাক নামক জনৈক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিখ্যাত ইহুদী পণ্ডিতকে স্বীয় দরবারে আহ্বান করেন এবং অর্থ ও ঐশ্বর্য দ্বারা তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন, তখন সেই ইহুদী পূর্ব দেশাবলী হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে সমস্ত ধর্ম-ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেন এবং সেই অবধি স্পেনের ইহুদীগন আর বাগদাদের মুখাপেক্ষী রহেন নাই। (১)

হাকামের কার্যকুশলতা শিক্ষার পরিধিকে অত্যন্ত প্রশস্ত করিয়া ফেলে অর্থাৎ মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টান সকলের মধ্যে দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা বিস্তৃত হয়। সর্বাপেক্ষা এই একটি মহৎ উপকার সাধিত হয় যে, তাঁহার সময় হইতেই কথিত সম্প্রদায় গুলির সহিত জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইহুদী ও খৃষ্টানগণ প্রথম হইতেই মুসলমান দিগের শিষ্যত্ব গ্রহণে দ্বিধাবোধ করিতেন না, কিন্তু এখন হইতে অপর জাতীয় গুরুর শিষ্যত্ব করিতে মুসলমানদিগেরও আর কোন আপত্তি রহিল না।

(এমন) বহু সংখ্যক স্বনামধন্য মুসলিম বিদ্যার্থীর অবস্থা জানিতে পারা যায় যাহারা চিকিৎসা ও দর্শন শাস্ত্রে খৃষ্টান পণ্ডিতমণ্ডলীর শিষ্য ছিলেন। এই সকল কারণে জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছিল যে, দর্শন শাস্ত্র একটি সুরক্ষিত আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, কারণ দর্শন শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার প্রতি যে অসন্তুষ্টি ও বিরক্তি প্রকাশ করা হইত, তাহা কেবল মুসলমানদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। খৃষ্টান ও ইহুদীদিগকে কেহই বাধা দিতে পারিত না। ইহাতে এই ফল প্রসূত হইল যে, হাকামের পর যখন আর কেহ দর্শন শাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষক রহিলেন না, তখন ইহার প্রভাব খৃষ্টান ও ইহুদীদিগের উপর কিছু মাত্র পতিত হইল না। তাহারা পূর্বের ন্যায় দর্শন শাস্ত্রের চর্চায় নিয়োজিত রহিলেন। কারণ ইসলামী শাসন যুগে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ সকল প্রকার স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন এবং এইজন্য তাঁহারা যাহা ইচ্ছা শিক্ষা করিতে ও শিক্ষা প্রদান করিতে পারিতেন, তাহাতে কেহ কোনরূপ আপত্তি বা অনধিকার চর্চা করিতে পারিত না।

হাকামের পর কয়েক শতাব্দী যাবৎ দর্শন শাস্ত্র রাজশক্তির কৃপা কটাক্ষে রক্ষিত রহিল, অবশেষে একেশ্বরবাদী (موحدين) দিগের রাজত্বের সূত্রপাত হইল। মোহাম্মদ বিন তুমারত নামক জনৈক ব্যক্তি এই রাজ্য স্থাপন করেন। ইনি ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) শিষ্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বান ছিলেন। এ যাবৎকাল স্পেনের রাজধর্ম ফেকাহ শাস্ত্রে মালেকী ও আকায়েদ শাস্ত্রে হাম্বলী ছিল। একেশ্বরবাদীদিগের রাজত্ব যখন স্থাপিত হইল, তখন স্থাপকের ধর্মবিশ্বাসানুযায়ী আশ্আরীর ধর্মমত স্পেনের রাজধর্মে পরিণত হইল। ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) কল্যাণে আশ্আরী ধর্মে (আকায়েদে) দর্শন বিজ্ঞানের আভা প্রতিফলিত হইয়াছিল। সুতরাং দর্শন শাস্ত্রের প্রতি আর সেরূপ বিদ্বেষ ভাব রহিল না এবং রাজবংশের প্রথম নৃপমণি আবদুল মোমেন রাজোচিত আড়ম্বরে সর্বপ্রকার শাস্ত্রের কল্যাণার্থ মনোযোগী হয়েন। তিনি আবদুল মালেক বিন জোহর নামক সমসাময়িক যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিতকে স্বীয় প্রধান পারিষদমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য করেন। আবদুল মোমেনের পর তাহার উত্তরাধিকারী ইউসুফ বিন আবদুল মোমেন ৫৫৮ হিজরী অব্দে সিংহাসনারূঢ়

(১) طبقات الاطباء — ترجمه حسداى بن اسحق

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হন। ইনি হাকাম ও মামুন রশীদ যুগকে প্রত্যাবৃত্ত করেন। তিনি স্বয়ং বিদ্বান ছিলেন, আরবী সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। সহী বুখারী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ফেকাহ শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখিতেন। এই সকল শাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি দর্শন শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগী হন। দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ দূর ও পার্শ্বদেশ সকল হইতে সংগ্রহ করেন এবং বুআলী সীনার উপযুক্ত প্রতিযোগী ইব্নে তোফেলকে বিশিষ্ট পারিষদরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার হস্তে সুদূর ও পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ হইতে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীকে সমাবেশিত করতঃ উপযুক্ত শাস্ত্র সেবায় নিযুক্ত করার ভার ন্যস্ত করেন। ইব্নে তোফেল যে রত্নাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বনামধন্য ইব্নে রুশ্দ অন্যতম। বর্ণিত ঘটনা পরম্পরায় সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, ইব্নে রুশ্দ যে কালে শিক্ষা লাভ করেন ও বর্ধিত হইয়াছিলেন, তখন দেশে প্রকৃত দর্শনানুরাগ মঞ্জুরিত হইয়া পড়িয়াছিল।

ইহা ব্যতীত আরও একাধিক কারণে দর্শন শাস্ত্রের প্রতি ইব্নে রুশ্দের শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। তিনি যে সকল মহারথীর নিকট ফিকাহ ও চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাহাদিগের অধিকাংশ দর্শন শাস্ত্রের প্রকৃত সেবক ছিলেন। আবু জাফর বিন হারুণ, যাহার সমীপে তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যা অর্জন করেন, দর্শন বিজ্ঞানে বেশ সুপণ্ডিত ছিলেন, আবুবকর বিন আরাবী ফিকাহ শাস্ত্রে ইব্নে রুশ্দের গুরু ও ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) শিষ্য ছিলেন। ইল্মে কালামের অনুকম্পায় দর্শন শাস্ত্রে অনুরাগ-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ইব্নে আবি সাইবিআ—ইব্নে বাজা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইব্নে রুশ্দ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইব্নে বাজা ৫৩৩ হিজরী অব্দে পরলোকগমন করেন, আর ইব্নে রুশ্দ ৫২০ হিজরী অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে ইব্নে বাজার স্বর্গারোহণ কালে ইব্নে রুশ্দ কেবল মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক ছিলেন।

ইব্নে রুশ্দের মাননীয় শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে ইব্নে বাজার অবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ ইহা হইতে ইব্নে রুশ্দের শিক্ষা জীবনের অবস্থা সম্যক অবগত হইতে পারা যায়।

ইব্নে বাজা

ইব্নে বাজার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন বাজা। ইনি সারগোশায় (سرقسطة) জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মভূমিতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কৈশোরাবস্থাতেই তাঁহার যশোকীর্তি এরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যে, সারগোশার শাসনকর্তা আবুবাকর বিন ইব্রাহীম সাহ্রায়ী তাঁহাকে স্বীয় মন্ত্রীর পদে বরণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যতই ইব্নে বাজার দর্শানুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সর্বসাধারণ ততোধিক তাঁহার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করিতে থাকেন। এই সময় বণি হুদের ওমারাগণ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের যথোচিত সমাদর করিতেন এবং তন্নিমিত্ত সাধারণের ভ্রূকুটী কটাক্ষ গ্রাহ্য করিতেন না। আবু বাকরও নিজেকে বনি হুদীয় ওমরা সমকক্ষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কাজে কাজেই প্রথম প্রথম সাধারণের বিরাগ ও ঘৃণাকে উপেক্ষা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিণামে এরূপ অবস্থা হয় যে, সৈন্য সামন্তগণ পর্যন্ত বিরূপ হইয়া দাঁড়ায় এবং একটি বৃহৎ সংহতি কার্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তখন অনন্যোপায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়া ইব্‌নে বাজা সারগোশা পরিত্যাগ করতঃ মরক্কোর মুসলেমিনদিগের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে তিনি সসম্মানে গৃহীত হন বটে কিন্তু অতি শীঘ্র মৃত্যু আসিয়া তাঁহার কীর্তিনাট্যের শেষ অঙ্কের যবনিকা পাত করিয়া দেয়। আমীর রুকনুদ্দীনের গ্রন্থ زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة হইতে اثار الابرار এর লেখক সঙ্কলিত করিয়াছেন যে, হিংসা পরবশ হইয়া কতিপয় লোক ইব্‌নে বাজাকে বিষ প্রদান করে। এই ঘটনার সত্যাসত্য স্থিরীকৃত না হইলেও ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সর্বসাধারণ তাঁহার পরম শত্রুরূপে পরিণত হইয়াছিল। আল্লামা আবি আসিবেআ লিখিতেছেন :

"অনেকগুলি বিপদ তাহার প্রতি পতিত হয়, সর্বসাধারণ তাহাকে দুর্বাক্য বাণে জর্জরিত করে, এমন কি একাধিকবার তাঁহার হত্যার চেষ্টা করা হয়।"

ন্যায় দর্শন ও প্রকৃতি বিদ্যায় মহারথী ইব্‌নে বাজা যে অতুলনীয় ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য রাখিতেন, তাঁহার বিবেচনায় তাঁহাকে স্পেনের এরিষ্টোটল বলা যাইতে পারে। পূর্ব দেশাবলীতে ফারাবী ও ইয়াকুব কুন্দী ব্যতীত আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিদ্যাকে যরূপে তিনি সংস্কৃত ও উন্নত করিয়াছিলেন, তাহার বিশদ বিবরণ প্রদানের এখন সুযোগ নাই। তবে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রধান প্রধান বিষয় সম্বন্ধে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। তিনি

১। এরিষ্টোটলের গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা করেন।

২। দর্শন শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক রচনা করেন এবং তাহাতে স্বীয় ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ও মত লিপিবদ্ধ করেন।

(এই সকল রচনার বিস্তারিত বিবরণ طبقات الاطباء গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)

(৩) ইমাম গাজ্জালীর বিপরীত ইহা সপ্রমাণ করেন যে, বস্তুর প্রকৃতি ও স্বরূপের অবগতির নিমিত্ত علوم نظرية যথেষ্ট। ইহার জন্য যোগ শাস্ত্রের علوم كشفية কোন আবশ্যক নাই।

(৪) সঙ্গীত বিদ্যার অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ও অনেকগুলি রাগ ও রাগিনীর উদ্ভাবন করেন। (২)

ইবনে বাজা যে কার্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, ইব্‌নে রুশদ তাহা সমাধা করতঃ তদুপরি এক নয়নাভিরাম প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণ করেন এবং ইহা পূর্ণ ও ধ্রুব সত্য যে, শিষ্য গুরুর পথ প্রদর্শনেই এই ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল পথের পান্থ হইয়া অবশেষে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন।

এই সুযোগে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, ইসলামের পুস্তকাগার ইব্‌নে বাজার রচনায় শূন্য রহিয়াছে। ইউরোপে কিছু কিছু অনুসন্ধান পাওয়া যায়। ন্যায়শাস্ত্রে তিনি যে সকল পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা স্পেনের 'স্কুরিয়াল' পুস্তকাগারে সুরক্ষিত আছে। আল বেদা (الوداع) নামীয় একটি গ্রন্থকে ইহুদীগণ ইব্রীয়

(২) نفح الطيب গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রে অবু নসর ফারাবীর সমকক্ষ ছিলেন, স্পেনদেশে যে সকল সুর অতিশয় প্রসিদ্ধ, সমস্তগুলিই তাঁহার আবিষ্কৃত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপান যাহা ফ্রান্সের সাধারণ পুস্তকাগারে বিদ্যমান আছে। কায়াতুল মানজেল নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে মূসা ইহুদী رسالة حي بن يقظان পুস্তকের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উক্ত পুস্তকের অনেকগুলি স্থান সঙ্কলিত করিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইবনে রুশদের পিতামহ প্রধান বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রাগুক্ত কারণে যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই ইবনে রুশদ বিচারপতি পদে বরিত হন। প্রথমে এশবিলিয়ার বিচার দণ্ড গ্রহণ করেন। পরে আবু মোহাম্মদ বিন মুগিসের লোকান্তর ঘটায় কর্ডোভার বিচারাসনে উপবেশন করেন। তিনি এই দায়িত্ব এরূপ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ভাবে সমাধা করেন যে, তাঁহার ব্যাতি সৌরভে মোহিত হইয়া রাজাধিকরণ সমস্বরে তাঁহার সম্বর্ধনা করেন।

তখন একেশ্বরবাদীয় (موحدين) শাসন যুগ, এবং এই রাজ বংশের প্রথম সম্রাট আবদুল মোমেনের মস্তকে রাজমুকুট পরিশোভিত। (১) আবদুল মোমেন স্বয়ং একজন সুপণ্ডিত নৃপতি ছিলেন। ইমাম গাজ্জালীর উপযুক্ত শিষ্য মোহাম্মদ বিন তুমার্তের সংসর্গ সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহার জ্ঞান আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ইবনে রুশদ সত্যনিষ্ঠা ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় দরবারে অধিষ্ঠান করেন ও বশিষ্ট পার্শ্বচরগণের মধ্যে স্থান দান করেন, বিচারপতিত্বের ভারও ন্যস্ত থাকে। ৫৪৭ হিঃ অব্দে ২৭ বৎসর বয়সে তিনি কাজী-উল কুজাত পদে নিযুক্ত হন। অর্থাৎ স্পেন হইতে মরক্কো পর্যন্ত যাবতীয় স্থানের সুবিচার ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত হয় তিনি এই সীমানাস্থিত যাবতীয় স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেওয়ানী কার্যবিধির (Civil proceduse) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরূপণ করিতেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থাবলিতে সন ও তারিখ হিসাবে প্রায় রচনাকালীন ঘটনাসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যাইবে— কোন বৎসর তিনি কোথায় ছিলেন। —ক্রমশঃ

(১) ইবনে খাল্লাকানের বর্ণানুযায়ী আবদুল মোমেন ৫৪১ হিজরী অব্দে মরক্কো আক্রমণ করেন। ৫৪২ হিজরীতে মুসলেমিন শক্তির চরম পতন হয়। সুতরাং আবদুল মোমেনের শাসন কাল ৫৪২ হিজরী অব্দ হইতে গণনা করা যাইতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

॥ অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান ॥

জাল নাবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৫। তুলাইহাহ ইব্‌নু খুওাইলিদ—

আর এক জন ৬ণ্ড নবী যিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি সসাল্লামের যুগে নুবূওতের দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে মুসলিম জগতে বিভ্রান্ট বাধাবার প্রয়াস পায় এবং পরে ইসলামের জন্যই অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেন তিনি হচ্ছেন মাদীনার উত্তর পূর্বে অবস্থিত বানূ আসাদ গোত্রের প্রধান নেতা তুলাইহাহ্ ইব্‌নু খুওাইলিদ। তিনি তাঁর ভক্ত-বৃন্দের জন্য কুরআন মাজীদের আয়াতগুলোর অনুকরণে কতিপয় শ্লোক রচনা করে সেগুলো আল্লাহের কাছ থেকে অবতীর্ণ অহী বলে প্রচার করেন। এই মেকী আয়াতগুলোর বিন্যাস ও ছন্দের প্রতি একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সুস্থির মস্তিষ্ক নিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করলেই অতি সংজ্ঞে তার মিথ্যা প্রতারণা ধরা পড়তো। কিন্তু তাঁর ভক্তশিষ্যরা ছিল এতদূর অন্ধ বিশ্বাসী যে, তারা সত্য মিথ্যাকে যাঁচাই করার কথা ভুলেও মনে আন্‌তোনা। বানূ আসাদ ছাড়া গাতফান ও ত্বাই গোত্রের বহু লোকও তুলাইহার ভক্ত হয়।

তুলাইহায় এই অভ্যুত্থান হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সঃ এর জীবদ্দশায়। তার শাস্তি বিধানের জন্য রাসূলুল্লাহ সঃ যায়ার নামক বীরকে সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। তাঁর আগমন বার্তা শুনে তুলাইহা সামীরা অভিমুখে যাত্রা করতে মনস্থ করেন। ইত্যবসরে জনৈক মুসলিম তুলাইহার ছাউনীতে ঢুকে তলওয়ারের আঘাত করেন। ঘটনাচক্রে তলওয়ার তাঁর গর্দানে না প'ড়ে ক্যাম্পের খুঁটির উপর গিয়ে পড়ে। এই আকস্মিক বেঁচে যাওয়ার ব্যাপারকে ভক্তরা জাল নাবীর অলৌকিক ঘটনা হিসেবে ধরে নিল আর ভাবলো তলওয়ারের চোট্‌ও আমাদের নাবীর উপর কোন আসর করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সঃ-এর অফাতের পর তুলাইহার শক্তি আরও বেড়ে যায়। বানু আসাদ, বানু গাতফান ও বানূ ত্বাই পূর্বেই এই ভূয়া নাবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। এখন 'আবাস ও যুবয়ান গোত্রও তাদের সাথে মিলিত হল। অনন্তর সকলে মিলে যাকাত মাওকুফের জন্য অবূবাকরের নিকট প্রতিনিধি পাঠালো।

একবার তুলাইহা তাঁর শিষ্য সামন্ত সহ জনপ্রাণীহীন কোন মরুভূমি অতিক্রম করে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে পিপাসায় অনুগামীদের কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুকিয়ে এল। অথচ নিকটে পানীর কোন নাম নিশানাও নেই। তুলাইহা এই পথের বহু পুরানো পথিক। তাই আশে পাশের জলাশয় ও মরূদ্যান সম্পর্কে তার ভালোভাবে জানা শোনা ছিল। তাই কণ্ঠস্বরকে ঈষৎ গম্ভীর করে সে নির্দ্দেশ দিল : অদূরে অমুক জায়গায় তোমাদের জন্য মিঠা পানী অপেক্ষা করছে। সেখান থেকে তোমরা ইচ্ছামত প্রাণভরে পানী পান কর আর সংগেও কিছু নিয়ে এসো।

www.ahlehadeethbd.org

শিষ্যেরা জীবনের আশা একরূপ ছেড়েই দিয়েছিল। এক্ষনে পানী ও জীবন ফিরে পেয়ে তুলাইহার প্রতি তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে বসলো। এতে করে তার প্রভাব আরও বর্দ্ধিত হয়ে গেল। কিন্তু তাহলে কি হবে? মিথ্যার বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী।

অবশেষে প্রথম খালীফা হযরত আবু বাকর রাঃ হিজরী ১১ সনে খালিদ ইবনু অলীদকে তুলাইহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আদী ইবনু হাতিম খালেদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করে 'আদী তাঁর স্বগোত্রীয় বানূ ত্বাইকে তুলাইহা হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। অনন্তর, বাযাখাহ নামক স্থানে খালিদ ও তুলাইহার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধকালেও সে ভণ্ডামি হইতে নিরস্ত হয় নাই। বরং তখনও সে গায়েবী খবর লাভের ভান ক'রে এক নিভৃত নিরাপদ তাঁবুতে ব'সে কৃত্রিম ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে থাকে। তুলাইহার প্রধান সেনাপতি 'উয়াইনাহ উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁকে বারংবার জিজ্ঞেস করতে থাকে, ফেরেশ্‌তা জিব্রীলের কাছ থেকে কোন নতুন খবর এলো কি? তুলাইহা কয়েকবার মাথা নেড়ে না-সূচক জওয়াব দেয়ার পরে শেষে বল্‌লো: হ্যাঁ, এবার আমার কাছে এই মর্মে অহী এসেছে যে, "তোমাদের যেমন যাঁতা কল আছে, মুসলিমদেরও ঠিক তেমনি রয়েছে পেষণযন্ত্র; আরও এমন ব্যাপার রয়েছে যা তোমরা ভুলতে পারবে না।"

এই অহী শুনে উয়াইনার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তাই সে বজ্রের মত গর্জে উঠে বললো: ওহে বাণী ফাযারাহ, নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, তুলাইহা আসলে কোন নাবী নয়। সে পুরোপুরি মিথ্যুক ও ধাপ্পাবায। এখন তোমরা রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও।

এদিকে তুলাইয়া তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সিরীয়া অভিমুখে পলায়ন করলো। 'বানূ ত্বয়' গোত্রের লোকেরা তো আগেই তুলাইহাকে পরিত্যাগ করেছিল। এখন তুলাইহার স্বগোত্রীয় 'বানূ আসাদ' এবং প্রতিবেশী 'বানূ গাতফান' গোত্রদ্বয়ের লোকেরাও তাকে পরিত্যাগ করে বসলো এবং তারা সকলেই পুনঃ ইসলামের ছায়া তলে ফিরে এলো। কিছুকাল পরে তুলাইহাও ইসলামে দাখিল হলো। পরে হযরত 'উমার রাঃ এর খিলাফাত কালে তুলাইহা কাদিসীয়ার রক্তক্ষয়ী রণপ্রান্তরে অপূর্ব বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করেছিলেন।

ভণ্ড নাবী উদ্ভবের মূল কারণ

প্রাক ইসলামী জাহিলী যুগে গণৎকার জাদুকর প্রভৃতি যারা ভবিষ্যতের জ্ঞানের দাবী করতো তারা ছন্দোবদ্ধ বাক্য রচনা করে জনসাধারণকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করতো। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সঃ যখন কুরআনের বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করেন তখন আরবের লোকেরা রাসূলুল্লাহ সঃকেও গণৎকার, জাদুকর ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করতো। কিন্তু কুরআনের অনুরূপ উচ্চাঙ্গের বাণী রচনা ক'রে কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অপারগ হ'য়ে শেষ পর্যন্ত তারা কুরআন মাজীদকে আল্লাহের অমিয় বাণী এবং উহাকে রাসূল সঃ এর এক অমর মু'জিযা ব'লে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু জাহিলী যুগের অংমিকা, অহঙ্কার ও গর্বে অন্ধ হ'য়ে কতিপয় স্বার্থান্বেষী আরব দলপতি ইসলামের যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে প্রশান্ত চিত্তে মেনে নিতে পারে নাই। অথচ তাদের নিকট 'নুবুওত' ব্যাপারটা বিশেষ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্মানজনক ও লাভজনক ব্যাপার ব'লে প্রতিভাত হয়। তাই তাদের অনেকে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির মতলবে আর জনসাধারণের কাছে নানা রংগীণ ওয়াদার ফানুস উড়িয়ে তাদেরে নিজ ভক্ত দলে আনার চেষ্ট করে এবং কুরআনের অনুকরণে অর্থহীন বাগাড়ম্বর বাণী রচনা করে লোককে বিভ্রান্ত করতে থাকে। ইহাই হচ্ছে ভণ্ড নাবী উদ্ভবের মূল কারণ। ভণ্ড নাবীদের উদ্ভব সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সঃ যে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গেছেন নিম্নে তা দেয়া হচ্ছে।

আবু হুরাইরাহ রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, "কিয়ামাত ঘটবে না যে পর্যন্ত দুটি বিরাট দল পরস্পর যুদ্ধ না করবে—তাদের মধ্যে বহু নরহত্যা না হবে, অথচ উভয় দলের দাবী একই হবে এবং যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ জন ঘোর মিথ্যুক, চরম প্রতারকের উদ্ভব না হবে, যাদের প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, নিশ্চয় সে আল্লাহের রাসূল।" (সাহীহ বুখারী : ১০৫৪ পৃষ্ঠ)।

সাওবান রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, "·····আর আমার উম্মাতের মধ্যে শীঘ্রই ত্রিশ জন ঘোর মিথ্যাবাদী হবে—তাদের প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, নিশ্চয় সে নাবী। অথচ আমিই নাবীদের মধ্যে শেষ জন; আমার পরে কোন নাবী নাই।" (তিরমিযী : ফিতান অধ্যায়সমূহ)

উল্লিখিত হাদীস দুটির একটিতে নির্দিষ্ট ক'রে 'ত্রিশ জন' এবং অপরটিতে 'প্রায় ত্রিশ জন' বলা হয়েছে। সাহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এই ধরনের কোন কোন হাদীসে 'ত্রিশ' অপেক্ষা বেশী সংখ্যারও উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলিতে এ কথা বলা হয় নাই যে, তাহাদের প্রত্যেকে সুবৃহতের দাবী করিবে। কাজেই তিনি সংখ্যা-ভিত্তিক বিরোধের মীমাংসা এই ভাবে করেন যে, যে সব রিওয়াতে 'ত্রিশ' চেয়ে বেশী সংখ্যার উল্লেখ আছে তার তাৎপর্য এই হবে যে, 'তাদের মধ্যে ত্রিশ জন হবে 'মিথ্যুক ভণ্ড নাবী'; আর বাকীগুলো নুবুওতের দাবী করবে না বটে, কিন্তু তারা হবে ঘোর মিথ্যুক চরম প্রতারক। এই ঘোর মিথ্যুক প্রতারকেরা নিজেদেরে নাবী ব'লে দাবী না করলেও সরলপ্রাণ মুসলিমদিগকে নানা ভাবে ছলে, বলে, কলে, কৌশলে বিভ্রান্ত ক'রে পুণ্য ও ধর্ম পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্ট করতে থাকবে। যেমন, ক্বিরকাহ বাতিনীয়াহ, ক্বিরকাহ হুলুলীয়াহ ইত্যাদি। (ফাতহুল বারী : ১৩ খণ্ড ৭৪ পৃষ্ঠ)

পাঁচ জন ভণ্ড নাবীর বিবরণ ইতিপূর্ব দেয়া হয়েছে। এখন বাকীদের বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

৬। আল-মুখ্তার ইবনু আবু 'উবাইদ ইবনু মাস্'উদ আস্-সাকাফী

রাসূলুল্লাহ সঃ চরম মিথ্যুকদের সম্পর্কে আর একটা ভবিষ্যদ্বাণী এই মর্মে করেন,

আস্মা বিন্তু আবূবকর রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সঃ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় সাকীফ গোত্রে একজন মিথ্যুক ও একজন নরঘাতক রয়েছে।" (সাহীহ মুসলিম : ২য় খণ্ড ৩১২ পৃষ্ঠ)।

ইবনু 'উমার রাঃ বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, "সাকীফ গোত্রে একজন ঘোর মিথ্যুক ও একজন নরঘাতক রয়েছে।" (তিরমিযী : ফিতান অধ্যায় সমূহ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উল্লিখিত হাদীস দুটিতে যে 'ঘোর মিথ্যুকের' উল্লেখ করা হ'য়েছে সে সম্পর্কে আলিমদের অভিমত এই যে, ঐ 'ঘোর মিথ্যুক' হইতেছে আল্ মুখ্তার ইবনু আবূ 'উবাইদ আস্-সাকাফী।

ইসলামের ইতিহাসে আল্ মুখ্তার এক 'আজব চীজ। তার না ছিল কোন ধর্ম, না ছিল কোন নীতির বালাই। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যে ভাবেই হৌক প্রভাব প্রতিপত্তি ও মান-সম্মান লাভ করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কখনো সে নিজেকে 'খারিজী' ব'লে প্রচার করতো; কখনো আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাঃ এর চরম পরম ভক্ত সেজে নিজেকে যুবাইরী আখ্যা দিতো, আবার কখনো সে নিজেকে চরম শী'আ বলে দাবী করতো।

মুখ্তারের পিতা আবূ 'উবাইদ রাসূলুল্লাহ সঃ-এর জীবিত থাকাকালেই ইসলাম গ্রহণ করেন; কিন্তু রাসূল সঃ এর সাক্ষাৎ লাভ তাঁর হয় নি। অতঃপর হিজরী ১৩ সনে হযরত 'উমার রাঃ তাঁকে পারস্য অভিযানে প্রেরণ করেন এবং ঐ যুদ্ধেই উবু উবাইদ শাহীদ হন। আবূ উবাইদ এক পুত্র মুখ্তার ও এককন্যা সাফীয়াহ রেখে যান। সাফীয়ার বিয়ে হয় হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমারের সাথে। সাফীয়া বেশ সুশীলা ও ধার্মিকা মহিলা ছিলেন কিন্তু তাঁর ভাই মুখ্তার ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত উমার সাফীয়াকে ভালও বাসতেন, সম্মানও করতেন।

মুখ্তার প্রথম প্রথম হযরত আলী ও তাঁর বংশধরের প্রতি গভীর বিদ্বেষ পোষণ করতো। হযরত আলী রাঃ এর শাহাদাতের পরে হযরত হাসান রাঃ ঘটনাচক্রে আল্-মাদায়িন পৌঁছেন। ঐ সময় মাদায়িনের শাসনকর্তা ছিলেন মুখ্তারের চাচা; আর মুখ্তার তখন ঐ চাচার বাড়ীতে অবস্থান করছিলো। মুখ্তার তার চাচাকে বললো, "চাচাজান, আপনি যদি হাসানকে গ্রেফতার ক'রে মু'আবিয়ার নিকট পাঠিয়ে দেন তা হ'লে আপনি মু'আবিয়ার নিকটে বরাবর উচ্চ স্থান ও মর্যাদা ভোগ করতে পারবেন।" এই কথা শুনে তার চাচা বলেন, "ভাতিজা, কী জঘন্য তোমার এই কথা!" ক্রমে এই কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়লে শী'আ সম্প্রদায় মুখ্তারকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখতে থাকে।

তারপর হিজরী ৬০ সনে হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন রাঃ এর চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনু আকীল যখন হযরত হুসাইন রাঃ কর্তৃক কুফায় প্রেরিত হন তখন মুখ্তার কুফার মধ্যে একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী অধিবাসী ছিল এবং সে মুসলিমকে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দেয়। মুখ্তার সেই সঙ্গে ঘোষণা করে, "আমি মুসলিমকে নিশ্চয় সাহায্য করবো। এই কথা যখন কুফার তৎকালীন গভর্ণর ইবনু যিয়াদ শুনতে পায় তখন সে মুখ্তারকে কারাগারে নিক্ষেপ করে, তাকে এক শো ঘা বেত মারে এবং তার মুখে আঘাত ক'রে তার এক চোখ নষ্ট করে ফেলে। তারপর ভগ্নিপতি ইবনু উমারের সুপারিশক্রমে মুখ্তার কারামুক্ত হয়।

তারপর মুখ্তার মাক্কা গিয়ে ইবনুয্-যুবাইরের কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য কোশেশ করতে থাকে।

হিজরী ৬৪ সনে য়াযীদের মৃত্যুর পর ইবনুয্-যুবাইর হিজায ও ইরাকে নিজের আধিপত্য কায়িম করেন এবং ইবনু মুতী'কে কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মুখ্তার এই সময়ে হযরত হুসাইন রাঃ এর খুনের প্রতিশোধ নেবার জন্য

www.ahlehadeethbd.org

কুফাবাসীদের উত্তেজিত করতে থাকে। ফলে জনসমর্থন সংগ্রহ করে ইবনু মুতী'কে কুফা থেকে বিতাড়িত করে মুখতার নিজে কুফার শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে তারপর ইবনুয্-যুবাইরকে শান্ত করার মতলবে তাঁকে জানায় যে, ইবনু মুতী' উমাইয়াদের পক্ষ সমর্থন করছিলো ব'লে সে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে শাসনভার গ্রহণ করে।

কথিত আছে যে, তুফাইল ইবনু জা'দাহ নামক এক ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর বাড়ীতে একখানা অতি পুরাতন পরিত্যক্ত চেয়ার দেখেছিল। ঐ চেয়ারখানাকে সে বাড়ীতে নিয়ে এসে অতি যত্ন-সহকারে ধুয়ে মুছে সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করলো। অতঃপর মুখতারকে খবর দিল। খবর শুনে মুখতারের মাথায় তড়িৎ গতিতে একটা অভিনব কল্পনা খেলে গেল। তাই সে অবিলম্বে বহু মূল্যের পুরস্কার দিয়ে তুফাইলের কাছ থেকে চেয়ারটি হাসিল করলো। অনন্তর, মিম্বারে উঠে নিম্নরূপ খুৎবা দিল :—

"এই চেয়ার হচ্ছে অমিরুল মুমিনীন হযরত আলী রাঃএর পরিত্যক্ত সম্পদ ; যেমন বানূ ইসরাঈলের ছিল হযরত মূসা আঃ এর নিদর্শন সম্বলিত শান্তিময় সিন্দুক। এর মাঝে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে রয়েছে চির প্রশান্তি ; আর এটা হচ্ছে হযরত মূসা ও হারুন আঃ এর বংশধর যা ছেড়ে যান তার অবশিষ্টাংশের অনুরূপ। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ পরিচালনা কালে হযরত মূসা আঃ এর পরিত্যক্ত সিন্দুকটিকে যেমন ইসরাঈলীয়েরা সম্মুখ ভাগে স্থাপন করতেন, মুখতারও তদ্রূপ সৈন্যদের পুরোভাগে এই চেয়ারকে মহামূল্য রেশমী বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে স্থাপন করতো।

মুখতার এই চেয়ারের সাথে আরও বহু কল্পনা-প্রসূত আধ্যাত্মিক, আলৌকিক এবং অনৈসলামিক অদ্ভুত ধরণের ঘটনাকে সম্পৃক্ত করে রেখেছিলো। শুধু তাই নয়। কথিত আছে যে, মুখতারকে নাকি পয়গাম্বর বলে প্রচার করে বেড়াতো তারই একজন স্ত্রী। মুস্আব এই মর্মে শেকায়েত করেছিলেন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের কাছে। তাই তিনি ভূয়া নবীর সেই স্ত্রীকেও হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন।

মুখতার নুবুওতের দাবী করার পরে আরবী ভাষায় ছন্দে ইবারাত তৈরী করে দ্বিধাহীন চিত্তে বলতো যে, এগুলো আল্লাহের কাছ থেকে আগত। একদিন তাই মিম্বারে চ'ড়ে খুৎবা দিতে গিয়ে অহীর ভান করে বলতে লাগলো "আকাশ থেকে অবশ্যই নেমে আসবে কৃষ্ণ অগ্নি ; আর উহা অবশ্যই পুড়িয়ে ফেলবে কুফায় অবস্থিত আসমা বিনতু খারিজার ঘরবাড়ী।"

মুখতারের এই কথা যখন আসমার কানে গেল তখন সে বলে উঠলো : সত্যই কি মুখতার আমার সম্বন্ধে এহেন উক্তি করেছে ? তবে তো সে নিঃসন্দেহে আমার বাড়ী ঘর ভস্মীভূত করেই ছাড়বে। এই বলেই সে কুফার বাড়ীঘর ছেড়ে দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করল। (তাবাকাত ইবনু সা'দ)।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইরের পক্ষ থেকে তখন কুফার শাসনকর্তা ছিলেন আবদুল্লাহ বিন মুতী'। মুখতার তাই ইব্রাহীম ইবনু মালিক আশতারকে স্বপক্ষে টেনে নিল মুহাম্মদ ইবনু হানাফীয়ার এক কৃত্রিম পত্র দেখিয়ে। তারপর সে ইবনু মুতী'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে তাঁকে কুফা থেকে বহিস্কৃত করলো এবং স্থায়ী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাবে সেখানে আসন গেড়ে বসলো। তারপর উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদের বিরুদ্ধে ইবনু আশ্‌তারের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ কালে সে পায়ে হেঁটে বহু দূর পর্য্যন্ত তাকে বিদায় দিতে গেল। আর বল্‌লো যে, তুমুল যুদ্ধের সময় মেঘ খণ্ডের নীচু দিয়ে সাদা সাদা কবুতরের আকারে ফেরেশ্‌তা মণ্ডলীর দ্বারা আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। আসল ব্যাপারটা ছিল অন্যরূপ। মুখ্‌তার তার কতিপয় শিষ্যের কাছে সাদা রঙের কতকগুলো কবুতর রেখে দিয়েছিল আর বলে দিয়েছিল যে, ঘোরতর যুদ্ধের সময় এই পায়রাগুলোকে যেন আকাশের গায়ে উড্ডীন করা হয়। শিষ্যরা পীরের নির্দেশ মত তাই করলো। আর তা' দেখে ইবনু আশ্‌তারের সৈন্যদল রণক্ষেত্রে নব বলে আর প্রেরণায় বলীয়ান হয়ে উঠ্‌লো। তাদের নবীর কথা যে মিথ্যা হবার নয়, এ বিশ্বাস তাদের মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হ'য়ে গেল। তাই তারা এ যুদ্ধে জয়লাভ করলো এই নব শক্তি সঞ্চারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ। ইবনু আশতার নিজ হাতে উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদকে হত্যা করলো। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর মুখতারের শক্তি সাহস শত গুণে বেড়ে যায়। আর সংগে সংগে যুলুম ও অত্যাচারেরও মাত্রা যেন চরমে ওঠে।

মুখতার কুফার শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার পর ইব্‌নুয্‌ যুবাইরের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে একটা পত্র লিখে—এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে। সাময়িকভাবে ইব্‌নুয যুবাইর তাকে কুফার শাসনকর্তার পদে বহাল রাখেন। তখন সে হযরত হুসাইন রাঃ এর হত্যাকারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল গণ্যমান্য লোকদেরে সমানে হত্যা ক'রে চলে এমন কি মুখতারের সাথে যারই কোন মনোমালিন্য ছিল তাকেই সে এই অজুহাতে হত্যা করতে থাকে।

অবশেষে এই ভাবে নিজ শত্রুদেরে হত্যা করে মুখতার যখন গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করতে থাকে এবং নিজেকে নিষ্কণ্টক মনে করতে থাকে তখন মুখতারের উল্লিখিত নুবুওতের দাবী ও হযরত আলীর চেয়ার সম্পর্কিত উপাখ্যান ইত্যাদি ইব্‌নুয যুবাইরের কর্ণগোচর হয়। তখন ইবনুয-যুবাইর নিজ ভাই মুস'আবকে ইরাকের আমীর ক'রে প্রেরণ করেন। মুস'আব প্রথমে 'বাসরা' যান। তারপর হিজরী ৬৭ সনে বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ ক'রে মুখতারকে আক্রমণ করেন। অনন্তর মুখতার নিহত হয়। তাহার মস্তক ছিন্ন ক'রে ইবনুয-যুবাইরের নিকট পাঠানো হয় এবং তার দুই হাত শূলবিদ্ধ করে কুফার মাসজিদের দরজার বাহিরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। এই ভাবে মুখতারের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৭। মুকান্না' খুরাসানী

এই ভণ্ড প্রতারকের নাম ছিল হাশিম ইবনু মালিক। সে তৎকালীন খুরাসানের মারভ শহরে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার এক চোখ কাণা ছিল এবং তার চেহারাও ছিল অত্যন্ত কদাকার ও বীভৎস। তাই সে তার মুখমণ্ডলে সোনার একটি মুখোশ লাগিয়ে তা ঢেকে রাখতো। এই কারণে সে মুকান্না' অর্থাৎ 'আবরণ দ্বারা আবৃত মুখমণ্ডল' উপাধিতে অভিহিত হতো। আব্বাসীয় সুলতান আল্ মাহদীর (শাসন-কাল : হিজরী ১৫৮—১৬৯) আমলে এই ভণ্ড নুবুয়তের মিথ্যা দাবী ক'রে অগণিত মানব সন্তানকে পথভ্রষ্ট করে ফেলে। এতেও সন্তুষ্ট হ'তে না পেরে অবশেষে সে খোদায়ী দাবী করে বসে। বাল্যাবস্থা থেকেই সে ছিল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অত্যন্ত ধূর্ত, শঠ এবং ক্রুরমতি। তার মেধাশক্তিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। বাল্যকাল থেকেই ইসলামী শিক্ষা বলতে সে কিছুই লাভ করে নি। তবে মান্তিক, দর্শন, বিজ্ঞান সম্পর্কে বেশ জ্ঞান লাভ করেছিল এবং সেই সঙ্গে ভেল্কিবাযীও বেশ আয়ত্ত করেছিল। শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্ত হ'য়ে সে ইসলাম থেকে দূরে—বহু দূরে স'রে পড়েছিল।

এই মুখোশ পরিহিত ভণ্ড নাবী সর্বপ্রথম ট্রান্সক্যোনিয়ায় নুবুওতের দাবী করে। তারপর সে তার তথাকথিত উম্মাতের উপর থেকে নামায রোযার পাবান্দি বা বাধাবন্ধন তুলে দেয়। এ ছাড়া বিয়ে শাদীর প্রথাকেও উৎখাত করে সে প্রকাশ্য ভাবে ব্যভিচার ও অশ্লীলতার সূত্রপাত করে। ঐ অঞ্চলটি ইসলামী কেন্দ্র থেকে বহু দূরে অবস্থিত থাকায় সেখানকার অধিবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখতো না। কাজেই তারা দলে দলে ঐ ভণ্ডের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো। মুকান্না' যেখানে বাস করতো সেই দিকে মুখ ক'রে তার শিষ্যরা তাকে সিজদা করতো। এতগুলো মন্ত্রশিষ্য হাতে পেয়ে এখন সে প্রকাশ্যভাবে যোর গলায় তার প্রচার কার্য্য চালাতে শুরু করলো। অনন্তর সে এক রাজত্ব কায়েম ক'রে তার রাজধানী স্বরূপ একটা বিরাট দুর্গ তৈরী করলো।

অতঃপর যখন ধনমালের প্রাচুর্য্য দেখা দিল তখন সে এই মিথ্যা নুবুওতে সন্তুষ্ট হ'তে না পেরে একেবারে খোদায়ী দাবী ক'রে বসলো। ফলে তার ভক্তবৃন্দ চক্ষু বন্ধ করে তাকে খোদা বলে মেনে নিল। তার খোদায়ী প্রভাব প্রতিপত্তিও অনতিবিলম্বে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো জংগলের আগুনের মতোই। আশে পাশের দুর্দ্ধর্ষ তুর্কীরা, যারা তখনও মুসলিম হয়নি, মুকান্নার বাই'আত গ্রহণ করলো। সুতরাং তার মুরীদ সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার সাহস এতদূর বৃদ্ধি পেল যে, প্রকাশ্যভাবে দেশের প্রতিটি আনাচে কানাচে তার খোদায়ী তাবলীগ বেশ যোরে শোরে শুরু হ'য়ে গেল।

তার তাবলীগ ছিল অত্যন্ত সর্বনেশে। তার শিক্ষা এই ছিল যে, আল্লাহ মনুষ্য সমাজকে দর্শনদানের জন্য মাঝে মাঝে মানুষের রূপ পরিগ্রহ করেন। হযরত আদম, নূহ আঃ থেকে আরম্ভ ক'রে হযরত মুহাম্মদ সঃ পর্যন্ত সকল নাবী রাসূলই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছিলেন এবং আল্লাহ তাঁদের রূপে প্রকাশ হ'তে হ'তে পরবর্তী যুগে অপর লোকদের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন। সে আরও ঘোষনা করে যে, তার অব্যবহিত পূর্বে আল্লাহ আবু মুসলিম খুরাসানীর রূপে প্রকাশ হয়েছিলেন এবং এখন তারই মধ্যে আল্লাহ প্রকাশ হয়ে রয়েছেন। তারপর তার ধর্মের মূলনীতি এই ছিল যে, ধর্ম অন্তরের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। ধর্মের জন্য কোনও কার্যের প্রয়োজন নেই। মন ঠিক থাকলেই সব ঠিক।

এই অবতাররূপী ভণ্ড মিথ্যুক একটি বিশেষ ভেল্কিবাযী এই দেখাতো যে, সে একটি কৃত্রিম চাঁদ তৈরী ক'রে তার অট্টালিকার এক কূপ থেকে তা' উত্তোলিত করাতো। আর অন্য কূপে তাকে অস্তমিত করাতো এতে দু' এক জায়গা আলোকিতও হ'তো। ইতিহাসে ইহা নাখ্‌শাবের চাঁদ নামে প্রসিদ্ধ। এ দেখে আরও বহু লোক তার ধোকায় পড়ে।

যে সমস্ত সবলচিত্ত ও দৃঢ়মনোবল সম্পন্ন মুসলিম তার খোদা হওয়াকে স্বীকার করতে পারেন নি, তাঁদের প্রতি এই দুর্বৃত্ত অমানুষ যুলুম আর নৃশংস নির্য্যাতন চালাতো। এমন কি বহু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুসলিমকে সে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। এ ভাবে পাশবিক যুলুম সিতাম, হত্যাকাণ্ড এবং বল প্রয়োগ দ্বারা সে তার অনুগামীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়াতে লাগলো। ফলে, পার্শ্ববর্তী মুসলিমদের পক্ষে সে অঞ্চলে অবস্থান করা একান্ত দুরূহ হয়ে উঠলো এবং তাদের অনেকে ঘরবাড়ী ছেড়ে ছুড়ে বনে জংগলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল।

মুসলিম জগতের কেন্দ্র, মাহদীর রাজধানী বাগদাদ নগরী ছিল ঐ অঞ্চল থেকে অনেক দূরে। তাই সেখানে খবর পৌঁছানো দুরূহ ছিল। এই দূরত্বের সুযোগ গ্রহণ ক'রে মুকান্না' মুসলিমদের উপর বর্ব্বরতম যুলুম চালাতে থাকে।

মুকান্না' কৃত্রিম জান্নাত এবং জাহান্নামও তৈরী করেছিল। যাঁরা তাকে খোদা বলে স্বীকার করতেন না, তাঁদেরে সে সোজাসুজি তার এই নিজের তৈরী জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতো। আর যে ব্যক্তি চক্ষু বন্ধ ক'রে তার খোদায়ী মেনে নিতো, তাকে সে হুর গেলমানে ভরা তার জান্নাতে বিচরণ করার সুযোগ দিত। এই কৃত্রিম জান্নাতের জন্য যে সব হুর গিলমানের প্রয়োজন হতো তা ঐ ভণ্ডের লোকজন সংগ্রহ করতো। এই উদ্দেশ্যে তারা দেশের নানাস্থান থেকে পরমাসুন্দরী যুবতী ও সুন্দর সুন্দর বালকদেরে ছলে, বলে কৌশলে, যেমন করেই হোক বাগিয়ে আনতো।

অবশেষে সত্যই একদিন এই ভূয়া নাবীর ভণ্ডামী ও নির্য্যাতনের দিন শেষ হয়ে এলো। যে সব সুদৃঢ় আকীদার মুসলিম তার ধোকায় পতিত হন নি তাঁরা বহু কষ্টে বাগদাদ গিয়ে আমীরুল মুমিনীন মাহদীকে এই ভণ্ডের খবর পৌঁছালেন। ফলে এই ভণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি মু'আয ইবনু মুসলিম এবং সাঈদ হারশী নামক সিপাহসালারদ্বয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষে দিনের পর দিন ধরে তুমুল যুদ্ধ হয়। বেগতিক দেখে মুকান্না' তার দুর্গে আশ্রয় নেয়। তার ত্রিশ হাযার শিষ্য মুসলিম সৈন্যের সামনে আত্মসমর্পণ করে। মুসলিম সৈন্যগণ অতঃপর তার দুর্গ অবরোধ করে ফেলেন। মুকান্না' তাই অবধারিত পরাজয়ের গ্লানি এবং ভূয়া নুবূওতের সকল রহস্য প্রকাশের ভয়ে দুর্গের মধ্যেই এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড তৈরী করলো এবং ধন, মাল, আসবাবপত্র, জীবজন্তু যা কিছু ছিল সবই এই আগুনে নিক্ষেপ করলো। অতঃপর সে তার শিষ্যমণ্ডলী ও পরিবারবর্গকে বললো: আমার সাথে আসমানে আরোহণ করার ইচ্ছা যার থাকে সে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে পার। এই ব'লে সে নিজে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সঙ্গীরাও একে একে তার অনুসরণ করলো। অতঃপর মাহদীর সৈন্যসামন্ত ভিতরে প্রবেশ করে দেখে, দুর্গ একেবারে জনপ্রাণীশূন্য আসবাববিহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এইভাবে মুকান্না' ও তার উম্মতের বিলুপ্তি সাধিত হয়।

—ক্রমশ:

www.ahlehadeethbd.org

॥ মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী ॥

সাহাবীর সংখ্যা ও শ্রেণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হাদীস রেওয়ায়েতকারী সাহাবার সংখ্যা

হাফেজ জাহাবী 'তাবাকাতুল হোফ্‌ফাজ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে সকল সাহাবীর হাদীস সেহাহ্‌তে (হাদীসের প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ) গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা মাত্র ১০৫ জন। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে এরূপ আরও অনেক সাহাবীর উল্লেখ করা যাইতে পারে (পাঠক পরে তাহা জানিতে বেন)। দ্বিতীয় শতাব্দীর লিখিত মোস্‌নাদে আবি দাউদ তায়ালেসী (مسند ابى داود الطيالسى) নামক হাদীস গ্রন্থে (২৭) সার্দ্ধ দ্বিশত সাহাবী হইতে রেওয়ায়েত করা হইয়াছে। হাদীস-তত্ত্ববিশারদ হাকেম নেশাপুরী লিখিয়াছেন, 'যে সকল সাহাবী হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন, তাহাদিগের সংখ্যা মাত্র ৪ সহস্র (২৮)। 'আল-ইস্তিয়াব' গ্রন্থে পণ্ডিত ইবনে আবদুল বার ৩৫৮৫ জন সাহাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাহাবা জীবনী সম্বন্ধে লিখিত 'ওসদুল-গাবা' নামক প্রকাণ্ডতম গ্রন্থে ৭৫৫৪ জন সাহাবীর অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এমাম জাহাবী 'তজরীদো আসমায়েস সাহাবা' নামক গ্রন্থে অনেক নূতন নামের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি মোট সংখ্যা ৮৮০৮ জনের উর্দ্ধে উঠে নাই। এই শ্রেণীর সাহাবী-গণই প্রকৃতপক্ষে সাহাবী নামের অধিকারী। ইঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত অপর সকলেই সুখে, দুঃখে, আবাসে, প্রবাসে সর্বদা সর্বস্থানে রসুলে করিমের খেদমতে উপস্থিত থাকিতেন। এবং ইঁহাদেরই যত্নে হাদিস শাস্ত্রের ন্যায় অতুলনীয় জ্ঞানভাণ্ডার আজ মোসলমানদিগের হস্তগত।

فرضى الله عنهم و ارضاهم

রেওয়ায়েতের সংখ্যানুসারে সাহাবীগণের শ্রেণী

হাদীসে উক্ত হইয়াছে, রসুলে করিম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ৪০টি হাদিস আমার ভক্তদিগের নিকট পৌঁছাইবেন তাঁহার হাশর আলেমমণ্ডলীর সহিত হইবে। অর্থাৎ তিনি জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হইবেন। এই হাদিসকে মূল স্বরূপ গ্রহণ করিয়া মোহাদ্দেসগণ মীমাংসা করিয়াছেন যে, সাহাবীদের মধ্যে যাঁহার রেওয়ায়তের সংখ্যা ৪০ হইতে কম, তিনি قليل الروايات—অল্প রেওয়ায়েৎকারী।

এমাম জাহাবীর মতে ২৮ জন সাহাবী এরূপ যে, হাদিস শাস্ত্রের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠা তাঁহাদের নামে অলঙ্কৃত রহিয়াছে। মোহাদ্দেস মহোদয়গণ বলিতেছেন যে, এই ২৮ জনের ৬ জন كثير الروايات—অধিক রেওয়ায়েতকারী। হাদিস শাস্ত্রের প্রায় অর্দ্ধেকের অধিক রেওয়ায়েত এই ৬ জন মহাত্মা দ্বারা সংগৃহীত।

---

(২৭) হায়দরাবাদে মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ৩৷৷৵,

(২৮) তাজরীদ, ১ম খণ্ড, ৪ পৃষ্ঠা تجريد اسماء الصحابة

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রেওয়ায়েৎ সংখ্যানুযায়ী মোহাদ্দেসগণ সাহাবীদিগকে নিম্নলিখিত ৪ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

১ম শ্রেণী—যাহাদের রেওয়ায়েতের সংখ্যা এক হাজার বা তাহার অধিক

২য় শ্রেণী—যাহাদের রেওয়ায়েৎ ৫০০ বা তদূর্দ্ধে কিন্তু এক সহস্রের কম।

৩য় শ্রেণী— " " ৪০ বা তদূর্দ্ধে কিন্তু ৫ শতের কম।

৪র্থ শ্রেণী— " " ৪০ হইতে কম।

অধিকাংশ হাদিসবেত্তাগণ ১ম শ্রেণীতে ৬ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা:—(১) আবু হোরায়রা, ২। আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস, ৩। আয়েশা সিদ্দিকা, ৪। আবদুল্লাহ এবনে ওমার, ৫। জাবের এবনে আবদুল্লাহ, ৬। আনাস এবনে মালেক।

কিন্তু ভারত গৌরব শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন:

جمہور محدثین گفتند کہ مکثرین از صحابہ ہشت کس اند ابو ہریرة وعائشہ عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد اللہ بن عمرو بن العاص وانس وجابر وابو سعید خدری - (২৯)

অর্থাৎ অধিকাংশ মোহাদ্দেসের মত এই যে, মোকসেরীণ—১ম শ্রেণীর (৩০) সাহাবী আটজন:— আবু হোরায়রাহ আয়েশা, আবদুল্লাহ এবনে ওমার, আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনে আস, আনাস, জাবের এবং আবু সাঈদ খোদরী।

কিন্তু ভক্তিভাজন শাহ সাহেবের এই উক্তি মোহাদ্দেস সম্প্রদায়ের মতের বিপরীত। মোহাদ্দেস-মণ্ডলীর গৌরব-রবি এমাম আহমদ এবনে হাম্বল মহোদয় বলিয়াছেন:

ستة من اصحاب النبى صلي الله عليه وسلم وكثروا الرواية منه وعمروا:— ابو هريرة وابن عمر، وعايشة، وجابر بن عبد الله وابن عباس، وانس (৩১)

অর্থাৎ ৬ জন সাহাবী অধিক রেওয়ায়েতকারী এবং দীর্ঘজীবী; আবু হোরায়রাহ, এবনে ওমর, আয়েশা, জাবের এবনে আবদুল্লাহ, এবনে আব্বাস ও আনাস।

আল্লামা আবদুর রাহিম আসারী বলিয়াছেন,

والمكثرون ستة، انس، ابن عمر، الصديقة، الحبر، جابر، ابو هريرة (৩২)

---

(২৯) ازالة الخفا এজালাতল খাফা—২য় খণ্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা।

(৩০) مکثرین کہ مرویات ایشان ہزار حدیث باشد فصاعدا এজালাতুল খাফা, ২য় খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা।

(৩১) مقدمة ابن صلاح মোকাদ্দামা এবনে সালাহ, পৃষ্ঠা ১৫২।

(৩২) الفية عراقى আলফীয়া ১২৫ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অধিক রেওয়ায়েতকারী ৬ জন : আনাস, এবনে ওমার, সিদ্দীকা (আয়েশা), এবনে আব্বাস, জাবের ও আবু হোরায়রাহ।

আল্লামা আয়েনী হজরত আয়েশা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

وكانت من الستة الذين هم اكثر الصحابة رواية •

অর্থাৎ অধিক রেওয়ায়েতকারী ৬ জন সাহাবীর মধ্যে আয়েশাও একজন।

মোহাদ্দেস নওয়াভী লিখিয়াছেন,

واكثر هم حديثا ابو هريرة ثم ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وانس وعايشة (৩৩)

সাহাবীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক হাদিস রেওয়ায়েৎকারী—আবু হোরায়রাহ, এবনে ওমার, এবনে আব্বাস, জাবের এবনে আবদুল্লাহ, আনাস এবং আয়েশা।

সুতরাং হাদিসবিদগণের মতে মোকসেরীন (অধিক রেওয়ায়েৎকারী) সাহাবী ৬ জন ; ৮ জন নহে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মোহাদ্দেস মহোদয়গণ প্রথম শ্রেণীতে হজরত আবু সাঈদ খোদরীর নাম উল্লেখ করেন নাই, অথচ তাঁহার রেওয়ায়তের সংখ্যা এক সহস্রের অধিক (৩৪)। শাহ সাহেব খোদরী মহোদয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথম শ্রেণীতে আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনে আস মহোদয়ের নাম যে কেন উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এবনে আমরের রেওয়ায়েৎ সংখ্যা মাত্র ৭ শত (৩৫)।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, মোহাদ্দেসগণ সাহাবীদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীতে নামের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় আমরা প্রত্যেকটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। অর্থাৎ আমরা রেওয়ায়তের সংখ্যানুসারে সাহাবীগণকে নিম্নলিখিত রূপে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি।

১ম শ্রেণী—যাহাদের রেওয়ায়েত সংখ্যা ১০০০ বা তাহার অধিক

২য় শ্রেণী— „ „ „ ৫০০ „ „ „

৩য় শ্রেণী— „ „ „ ১০০ „ „ „

৪র্থ শ্রেণী— „ „ „ ৪০ „ „ „

৫ম শ্রেণী— „ „ „ ১০ „ „ „

৬ষ্ঠ শ্রেণী— „ „ „ ১০ হইতে কম।

আসমা'র রেজ্বাল ও তাবাকাতুস্ সাহাবা শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া সাহাবীগণের নাম ও রেওয়ায়তের সংখ্যা যতদূর আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা নিম্নে লিখিত হইল :

(৩৩) التقريب للنواوى আত্তাকরীব, ২০৫ পৃষ্ঠা।

(৩৪) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال খোলাসাহ ১৩৫ পৃষ্ঠা, تدريب الراوى তাদরীব, ২০৫ পৃষ্ঠা।

(৩৫) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال খোলাসাতো তাজহীবে তাহজীবেল কামাল, ২০৮ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রথম শ্রেণী

যাহাদের রেওয়ায়েতের সংখ্যা সহস্র বা তাহার উর্দ্ধে। এই শ্রেণীতে ৭ জন সাহাবী আছেন।

ক্রমিক সংখ্যা	সাহাবীর নাম	রেওয়ায়েৎ সংখ্যা	সহী বুখারীতে কত রেওয়ায়েত আছে	সহী মুসলিমে কত রেওয়ায়েত আছে
১।	আবু হোরায়রা দাওসী	৫৩৭৮	৪০৪	৪০৮
২।	আবদুল্লাহ এব্নে আব্বাস	২৬৬০	১০৩	১২৫
৩।	আয়েশা সিদ্দীকা	২২১০	২২৮	২৪২
৪।	আবদুল্লাহ এব্নে ওমর	১৬৩০	২৪১	২০১
৫।	জাবের এব্নে আবদুল্লাহ	১৫৪০	৮৪	১৮৪
৬।	আনাস এব্নে মালেক	১২৮৬	২৫১	২৩৯
৭।	আবু সাঈদ খোদরী	১১৭০	৬৯	৯৫

দ্বিতীয় শ্রেণী

যাহারা ৫০০ বা তাহার অধিক হাদিস রেওয়ায়েত করিয়াছেন কিন্তু তাহাদের রেওয়ায়েতের সংখ্যা ১০০০ হইতে কম। এই শ্রেণীতে মাত্র ৪ জন সাহাবী আছেন।

১।	আবদুল্লাহ এব্নে মাসউদ	৮৪৮	৮৫	৯৯
২।	আবদুল্লাহ এব্নে আমর এব্নে আস	৭০০	২৫	৩৭
৩।	আলী এব্নে আবী তালেব	৫৮৬	২৮	২৫
৪।	ওমর এব্নে খাত্তাব	৫৩৯	১৯	২৫

তৃতীয় শ্রেণী

যাহাদিগের রেওয়ায়েতের সংখ্যা ১০০ বা তাহার অধিক, কিন্তু ৫ শতের অনধিক। এই শ্রেণীতে মোট ২৮ জন সাহাবী আছেন।

১।	উম্মোল মোমেনীন উম্মে সালমাহ	৩৭৮	১৬	১৬
২।	আবু মুসা আশ্আরী	৩৬০	৫৪	৭৫
৩।	বারায়া এব্নে আজেব	৩০৫	৩৭	৩৯
৪।	আবু জার গেফারী	২৮১	১৪	৩১
৫।	আবু ওমামাহ বাহেলী	২৫০	৫	৩
৬।	সাআদ এব্নে আবি ওয়াক্কাস	২১৫	৫	১৮
৭।	সহল এব্নে সাআদ আনসারী	১৮৮	৩৯	২৯
৮।	ওবাদাহ এব্নে সামেত আনসারী	১৮১	৮	৮
৯।	আবু দারদাআ	১৭৯	৫	১০
১০।	আবু কাতাদাহ আনসারী	১৭০	১৩	১৯
১১।	ওবাই এব্নে কাআব	১৬৪	৭	১০
১২।	বোরায়েদা এব্নে হোসায়ব	১৬৪	৩	১২

www.ahlehadeethbd.org

ক্রমিক সংখ্যা	স হাবীর নাম	রেওয়ায়েত স খ্যা	সহী বুখারীতে কত রেওয়ায়েত আছে	সহী মুসলিমে কত রেওয়ায়েত আছে
১৩।	মোআ'জ এব্নে জাবাল	১৫৭	৫	৩
১৪।	আবু আইয়ুব আনসারী	১৫০	৮	১২
১৫।	ওসমান এব্নে আফ্ফান	১৪৬	১১	৮
১৬।	জাবের এব্নে সামুরাহ	১৪৬	২	২৫
১৭।	আবু বাক্র সিদ্দীক	১৪২	১৭	৭
১৮।	মোগীরাহ এব্ন শো'ওবাহ	১৩৬	৮	১৯
১৯।	আবু বাক্রাহ	১৩২	১৩	৯
২০।	এমরান এব্নে হোসায়ন	১৩০	১২	১৭
২১।	মোআভিয়া এব্নে আবিসোফয়ান	১৩০	৮	৯
২২।	সওবান (মওলা নাবী)	১২৭	০	১০
২৩।	ওসামা এব্নে জায়েদ	১২৮	১৭	১৭
২৪।	নো'ওমান এব্নে বাশীর	১২৪	৬	৯
২৫।	সামরাহ এব্নে জোন্দাব ফাজারী	১২৩	৪	৬
২৬।	হোজায়ফা এব্নে য়্যামান	১১৫	২০	২৯
২৭।	আবু মাসউদ ওক্বাহ এব্নে আমর	১০২	১০	১৮
২৮।	জাবির এব্নে আবদুল্লাহ বাজানী	১০০	৯	১৪

চতুর্থ শ্রেণী

যাঁহাদিগের রেওয়ায়েৎ সংখ্যা ৪০ বা তদূর্দ্ধে কিন্তু ১ শতের নিম্নে

১।	আবদুল্লাহ এব্নে আবি আওফা	৯৫	১৫	১১
২।	জায়েদ এব্নে সাবেৎ	৯২	৯	৬
৩।	আবু তাল্হা জায়েদ এব্নে সাহল	৯২	৩	৩
৪।	জায়েদ এব্নে আরকাম	৯০	৬	১০
৫।	যায়েদ এব্নে খালেদ জোহানী	৮১	৫	৮
৬।	কাআব এব্নে মালেক আস্লামী	৮০	৪	৫
৭।	রাফেএ এব্নে খাদীজ	৭৮	৫	৮
৮।	সাল্মাহ এব্নে আক্ওয়াহ্	৭৭	২১	২৫
৯।	ওয়ায়েল এব্নে হোজর	৭১	০	৬
১০।	আবু রাফেএ কিব্তী	৬৮	১	৩
১১।	আওফ এব্নে মালেক আশজায়ী	৬৭	২	৬

ক্রমিক সংখ্যা	সাহাবীর নাম	রেওয়ায়েত সংখ্যা	সহী বুখারীতে কত রেওয়ায়েত আছে	সহী মুসলিমে কত রেওয়ায়েত আছে
১২।	আদী এব্‌নে হাতেম তা'য়ী	৬৬	•	৮
১৩।	আসমাআ বেন্তে ওমায়সা	৬০	১	•
১৪।	আবদুর রহমান এব্‌নে আওফ	৬৫	৭	•
১৫।	আবদুর রহমান এব্‌নে আবি আওফা	৬৫	•	•
১৬।	উম্মোল মোমেনীন উম্মে হাবীবাহ	৬৫	২	৪
১৭।	সাল্‌মান ফারেসী	৬৪	৪	৬
১৮।	আম্মার এব্‌নে ইয়াসের	৬২	৫	৩
১৯।	উম্মোল মোমেনীন হাফসাহ বেন্তে ওমার	৬০	৩	৯
২০।	যোবায়ের এব্‌নে মোৎএম	৬০	৭	৭
২১।	আস্‌মাআ বেন্তে আবু বক্‌র	৫৬	১৮	১৮
২২।	ওয়াসেলা এব্‌নে আস্‌কাআ	৫৬	১	১
২৩।	ওক্‌বা এব্‌নে আমের জোহানী	৫৫	৮	১৫
২৪।	কোজালা এব্‌নে ওবায়দ	৫০	•	২
২৫।	শাদ্দাদ এব্‌নে আওস	৫০	১	১
২৬।	আমার এব্‌নে আসাহ সোল্লামী	৪৮	•	১
২৭।	য়্যোলো এব্‌নে ওমাইয়াহ	৪৮	৩	৩
২৮।	কাআব এব্‌নে আজরাহ	৪৭	২	৪
২৯।	নাজলা এব্‌নে ওবায়দ আসলামী	৪৬	৪	৬
৩০।	উম্মোল মোমেনীন মায়মুনাহ	৪৬	৮	১২
৩১।	উম্মেহানী বেন্তে আবি তালেব	৪৬	১	১
৩২।	আবু জাহিফা ওয়াহাব এব্‌নে আবদুল্লাহ	৪৫	৪	৫
৩৩।	বেলাল এব্‌নে রাবাহ	৪৪	৩	২
৩৪।	জোন্দাব এব্‌নে আবদুল্লাহ	৪৩	৭	১২
৩৫।	আবদুল্লাহ এব্‌নে মোগফ্‌ফাল	৪৩	৫	৫
৩৬।	মেকদাদ এব্‌নে আসওদ কান্দী	৪২	১	৪
৩৭।	উম্মে আবিয়াহ আনসারীয়াহ	৪০	৮	৮
৩৮।	হাকিম এব্‌নে হেজাম আসাদী	৪০	৪	৪
৩৯।	মেকদাম এব্‌নে মাআদী কারাব	৪০	১	৩
৪০।	সাহ্‌ল এব্‌নে হানিফ	৪০	৪	৬

www.ahlehadeethbd.org

ক্রমিক সংখ্যা	সাহাবীর নাম	রেওয়ায়েত সংখ্যা	সহী বুখারীতে কত রেওয়ায়েত আছে	সহী মুসলিমে কত রেওয়ায়েত আছে
	পঞ্চম শ্রেণী			
	যাঁহাদিগের রেওয়ায়েৎ সংখ্যা ১০ বা তদূর্দ্ধে কিন্তু ৪০ এর নিম্নে			
১।	আমর এব্‌নে আ'স	৩৯	৪	৫
২।	সইদ এব্‌নে জায়েদ আদাভী	৩৮	৩	২
৩।	তাল্‌হা এব্‌নে ওবায়দুল্লাহ	৩৮	৩	৪
৪।	জোবায়ের এব্‌নে আওওয়াম	৩৮	৯	২
৫।	খোজায়মাহ এব্‌নে সাবেৎ	৩৮	০	১
৬।	আব্বাস এব্‌নে আবদুল মোত্তালেব	৩৫	২	৪
৭।	ফাতেমাহ বেন্তে কায়েস	৩৪	১	৪
৮।	মাআকাল এব্‌নে য়্যাসার	৩৪	২	৩
৯।	আবদুল্লাহ এব্‌নে জোবায়ের আসাদী	৩৩	৭	৬
১০।	খাব্বাব এব্‌নে আরাত্ত	৩২	৫	৪
১১।	লোবাবাহ বেন্তে হারস্‌	৩০	২	২
১২।	আয়াজ এব্‌নে হাম্মাদ তামিমী	৩০	০	১
১৩।	ওসমান এব্‌নে আবি আস	২৯	০	৩
১৪।	মালেক এব্‌নে রাবিআহ্‌	২৮	৩	২
১৫।	ওত্‌বাহ এব্‌নে আব্‌দ্‌	২৮	০	০
১৬।	আবদুল্লাহ এব্‌নে মালেক	২৭	৪	৪
১৭।	আবদুল্লাহ এব্‌নে য়্যাজিদ	২৭	২	০
১৮।	আবু মালেক আশ্‌আরী	২৭	০	০
১৯।	আবু হোমায়েদ সায়েদী	২৬	৪	৪
২০।	আবদুল্লাহ এব্‌নে সালাম	২৫	২	২
২১।	সাহল এব্‌নে হাসামা আনসারী	২৫	৩	৩
২২।	আবদুল্লাহ এব্‌নে জাআফর	২৫	২	২
২৩।	উম্মে কায়েস বেন্তে মেহসন	২৪	২	২
২৪।	লাকিত এব্‌নে আমের	২৪	০	০
২৫।	আবু ওয়াকেদ লায়েসী	২৪	২	৩
২৬।	আবদুল্লাহ এব্‌নে ওনায়েস	২৪	০	১
২৭।	আমের এব্‌নে রাবিআহ্‌	২২	২	২
২৮।	মেসওয়ার এব্‌নে মাখ্‌রামাহ	২২	৬	৩

www.ahlehadeethbd.org

ক্রমিক সংখ্যা	সাহাবীর নাম	রেওয়ায়েত সংখ্যা	সহী বুখারীতে কত রেওয়ায়েত আছে	সহী মুসলিমে কত রেওয়ায়েত আছে
২৯।	রোবাইয়াআ বেন্তে মোআত্ওয়াজ	২১	৩	২
৩০।	আমার এব্নে ওমাইয়াহ্	২০	২	০
৩১।	আবু বারদাহ বালাভী	২০		
৩২।	সাফ্ওয়ান এব্নে আস্সল	২০		
৩৩।	সোরকাহ্ এব্নে মালেক	১৯		
৩৪।	ফাতেমাজ জাহ্রাআ	১৮		
৩৫।	খালেদ এব্নে ওয়ালীদ	১৮		
৩৬।	ওসায়েদ এব্নে হোজায়ের	১৮		
৩৭।	আমর এব্নে হারেস	১৮		
৩৮।	তামীম এব্নে আওসদারী	১৮		
৩৯।	নাওওয়াস এব্নে সাম্আন কেনাবী	১৭		
৪০।	আবদুল্লাহ এব্নে সারজেস	১৭		
৪১।	কয়েস এব্নে সাআদ আনসারী	১৬		
৪২।	মালেক এব্নে হোওয়ায়েরেস	১৫		
৪৩।	আবু লাবাবাহ্ আনসারী	১৫		
৪৪।	সোলায়মান এব্নে সোরাদ	১৫		
৪৫।	খাওলা বেন্তে হাকিম	১৫		
৪৬।	তাল্ক এব্নে আলী সোহায়েমী	১৪		
৪৭।	আবদুর রহমান এব্নে সামরাহ	১৪		
৪৮।	আবদুর রহমান এব্নে শেবল	১৪		
৪৯।	সাফীনাহ (মওলান নবী)	১৪		
৫০।	তারেক এব্নে আশ্রাম	১৪		
৫১।	সায়েব এব্নে জাহহাক	১৪		
৫২।	উম্মে সালীম বেন্তে মেলহান	১৪		
৫৩।	ওরওয়াহ এব্নে আবিল জায়াদ	১৩		
৫৪।	মোআভীয়া এব্নে হাকিম	১৩		
৫৫।	আবু লায়েলা আনসারী	১৩		
৫৬।	আমর এব্নে আমি সালমাহ	১২		
৫৭।	সালমাহ এব্নে মোহাব্বাক	১২		
৫৮।	শেফা বেন্তে আব্দিল্লাহ আদাভী	১২		

www.ahlehadeethbd.org

ক্রমিক সংখ্যা	সাহাবীর নাম	রেওয়ায়েত সংখ্যা	সহী বুখারীতে কত রেওয়ায়েত আছে	সহী মুসলিমে কত রেওয়ায়েত আছে
৫৯।	সোবাইয়াহ বেন্তে হারস	১২		
৬০।	উম্মোল মোমেনীন জায়নাব বেন্তে জাহ্‌শ	১১		
৬১।	নবীশাতুল খায়ের	১১		
৬২।	বোসরাহ বেন্তে সফ্‌ওয়ান	১১		
৬৩।	জারআ বেন্তে জোবায়ের	১১		
৬৪।	ওরওয়াহ্ এব্‌নে মেজরাস	১০		
৬৫।	আদী এব্‌নে ওমায়রাহ	১০		
৬৬।	মাজমাআ এব্‌নে য়্যাজীদ	১০		

ষষ্ঠ শ্রেণী

যাঁহাদের রেওয়ায়েৎ সংখ্যা ১০ হইতে কম	রেওয়ায়েত সংখ্যা
১। আ'স এব্‌নে কায়েস কান্দী	৯
২। আবয়াজ এব্‌নে হাম্মান	৯
৩। হামজাহ এব্‌নে আমর আস্‌নামী	৯
৪। আসওয়াদ এব্‌নে শাবীয়ে	৮
৫। ওসামাহ এব্‌নে শোরায়েক	৮
৬। বেলাল এব্‌নে হারস মোজানী	৮
৭। হোসায়েন এব্‌নে আলী	৮
৮। আবদুর রহমান এব্‌নে আবি বাক্‌র	৮
৯। ওয়াহ্‌শী এব্‌নে হার্‌ব হেমসী	৮
১০। সাল্‌মাহ এব্‌নে কায়েস	৭
১১। কাতাদাহ এব্‌নে নোআমান	৭
১২। আয়েজ এব্‌নে আমর মোজানী	৭
১৩। মোসতাওরেদ এব্‌নে শাদ্দাদ	৭
১৪। আবদুল্লাহ এব্‌নে সায়েব মাখজুমী	৭
১৫। ওসামাহ এব্‌নে ওমার হোজালী	৭
১৬। আল্ হার্‌স এব্‌নে হাস্‌সান	৭
১৭। কাবিসাহ্ এব্‌নে মোখারেক	৬
১৮। আ'সেম এব্‌নে আদী খোজায়ী	৬
১৯। সোওয়ায়েদ এব্‌নে মাক্‌রান মোজানী	৬
২০। হারেসাহ এব্‌নে ওয়াহাব খোজায়ী	৬

www.ahlehadeethbd.org

ক্রমিক সংখ্যা	সাহাবীর নাম	রেওয়ায়েৎ সংখ্যা
২১।	সালমাহ এব্‌নে নয়ীম আশজায়ী	৫
২২।	মালেক এব্‌নে সাআ সাআহ্	৫
২৩।	মেহজান এব্‌নে আদরাআ	৫
২৪।	সায়েব এব্‌নে কালাহ্	৫
২৫।	খোফাফ গেফারী	৫
২৬।	জুমেখজার হাবশী	৫
২৭।	সোফইয়ান এব্‌নে আবি জোহায়ের	৫
২৮।	সাল্‌মা এব্‌নে নোকায়েন	৫
২৯।	আবু রায়হানাহ্ শামউন এব্‌নে জায়েদ	৫
৩০।	সাআলাবাহ এব্‌নে হাকাম	৫
৩১।	সায়েব এব্‌নে খাল্লাদ খাজরাজী	৫
৩২।	আবদুর রহমান এব্‌নে আজহার	৪
৩৩।	আবুল জাআদ জোমারী	৪
৩৪।	আবু জাবীরাহ আনসারী	৪
৩৫।	জাহ্‌হাক এব্‌নে সোফইয়ান	৪
৩৬।	ওমাইয়াহ এব্‌নে মাখ্‌শী	৪
৩৭।	আহজাব এব্‌নে ওসায়েদ	৪
৩৮।	হোজায়েফা এব্‌নে ওসায়েদ	৪
৩৯।	জো-ওয়ায়েব এব্‌নে হাল্‌হালাহ	৪
৪০।	মালেক এব্‌নে হাবিরাহ কান্দী	৪
৪১।	জায়েদ এব্‌নে হারেসাহ	৪
৪২।	আনাস এব্‌নে মালেক কোশায়েরী	৩
৪৩।	জুল জাওশান জেবারী	৩
৪৪।	সোওয়ায়েদ এব্‌নে কায়েস	৩
৪৫।	আবদুল্লাহ আমেরী	৩
৪৬।	আলী এব্‌নে তালক এমামী	৩
৪৭।	আল আগারর এব্‌নে য়্যাসার মোজানী	৩
৪৮।	জয়নাব বেন্তে আবি সাল্‌মাহ	৩
৪৯।	ওসায়েদ এব্‌নে জহির	২
৫০।	আওস এব্‌নে আওস সাকাফী	২
৫১।	আওস এব্‌নে সামেৎ আনসারী	২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক্রমিক সংখ্যা	সাহাবীর নাম	রেওয়ায়েত সংখ্যা
৫২।	জুল গোররাহ জোহানী	২
৫৩।	জাম্বাআ এব্‌ন হাওহ হিজামী	২
৫৪।	সাআ দ এব্‌নে আৎওয়াল	২
৫৫।	রাফেএ এব্‌নে ওমার গেফারী	২
৫৬।	রাব'হ্ এব্‌নে হোওয়ায়েতেম	২
৫৭।	সোফ্‌ইয়ান এব্‌নে আবদুল্লাহ	২
৫৮।	সাখ্‌র এব্‌নে ওয়াদাআহ	২
৫৯।	আব্‌বাদ এব্‌নে বাশার আশহালী	২
৬০।	মাআকাল এব্‌নে আবি মাআকাল	২
৬১।	আবু নামিলাহ আনসারী	২
৬২।	সাবেৎ এব্‌নে ওয়াদিআহ	২
৬৩।	কাআব এব্‌নে আয়াজ	২
৬৪।	কুলসুম বেন্তে হোসায়েন গেদারী	২
৬৫।	জাদামাহ বেন্তে ওয়াহাব	২
৬৬।	দেহইয়াহ কাল্‌বী	২
৬৭।	আবু লাস খোজায়ী	২
৬৮।	আবদুল্লাহ এব্‌নে সেনান	২
৬৯।	আমর এব্‌নে তাগ্‌লাব নামাবী	২
৭০।	আৎবাহ এব্‌নে নোদ্দার	২

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সাহাবা আছেন। কিন্তু হাদিসের গ্রন্থে তাঁহাদের নাম এত অল্প এবং রেওয়ায়েৎ এরূপ কম যে তাহার সংখ্যা করা সম্ভবপর হয় নাই। বিভিন্ন শ্রেণীতে আমরা মোট ২১৫ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছি।(১) এই মহাত্মাগণের কল্যাণেই মোসলমানগণ পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মাবলম্বীর রত্নাগার যে রত্নে বঞ্চিত, সেই হাদিস শাস্ত্রের ন্যায় অতুলনীয় রত্নের অধিকারী।*

১। স্বনামখ্যাত মৌলানা সইয়েদ সোলায়মান সাহেব আন্‌নাদ্‌ওয়াহ পত্রিকায় সাহাবা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যদিও তাহা অসম্পূর্ণ এবং তাহাতে মাত্র ১০৭ জন সাহাবীর নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তথাপি আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, উক্ত প্রবন্ধ হইতে আমি অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।—লেখক।

* বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে আল-এসলাম ২য় বর্ষ (১৩২৩ বাং) ১ম ও ২য় সংখ্যা হইতে সঙ্কলিত।

www.ahlehadeethbd.org

॥ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ॥

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ একটি নাম, এমন নাম যা পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত প্রান্ত ছাড়াইয়া পশ্চিম পাকিস্তান এবং পশ্চিম বঙ্গের আবালবৃদ্ধ বণিতার নিকট সুপরিচিত, পৃথিবীর বিদ্বজ্জন মণ্ডলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরিত। ডক্টর শহীদুল্লাহ শুধু একটি নামই নয়, একটি ইতিহাস। তাঁহার জীবনের মাঝে পৌনে এক শতাব্দীকালের ইতিহাস বিধৃত। পূর্ব পাকিস্তানের তিনটি কর্মময় সফল জীবন "শতাব্দীর সূর্য" রূপে অভিহিত। এর প্রথম জন শেরে বাঙ্গালা মৌলবী এ কে ফযলুল হক, দ্বিতীয় জন মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খান আর তৃতীয় জন হচ্ছেন আমাদের আজিকার আলোচ্য— ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।... ... ...

তিনি জনের কর্মক্ষেত্র ছিল অনেকটা পৃথক পৃথক, তিন জনের জীবন কীরণচ্ছটা বিকীর্ণ হয়েছে আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে কিন্তু তারা ছিলেন সমসাময়িক, তিন জনেই লাভ করেছিলেন দীর্ঘ জীবন, অটুট স্বাস্থ্য এবং বিশাল কর্মক্ষেত্র। আর তিন জনেই জ্ঞানসাধনায়, কর্মপ্রেরণায়, মহৎ প্রাণতায় নিজ নিজ ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করে গেছেন, নিজেদের অবিস্মরণীয় দানে দেশবাসীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে গেছেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁরা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন, কালের কপোল তলে অক্ষয় অম্লান ছাপ তারা অঙ্কিত করে গেছেন। জাতি গঠনে এবং তার মানস উন্নয়নে তারা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন ক'রে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁরা আমাদের বরণীয়, তারা চিরস্মরণীয়, আমরা তাদের নিকট অপ্রতিশোধ্য ঋণে এবং চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

এঁদের মধ্যে দুজন ইতিপূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন, সর্বশেষ জন ও বিগত ১৫ই জুলাই আমাদিগকে ইয়াতীম ক'রে পরম প্রভুর অহ্বানে লাব্বায়েক ব'লে এই নশ্বর জগত হ'তে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

ডক্টর শহীদুল্লাহ সত্য সত্যই মরেন নাই— কেবল তাঁর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ হয়েছে। তাঁর অবিনশ্বর আত্মা চিরঞ্জীব আল্লার সান্নিধ্য লাভ করেছে। তিনি বেঁচে আছেন এবং থাকবেন আমাদের হৃদয়ের মণি কোঠায়। তাঁর গৌরবধন্য সত্তা অক্ষয় অম্লান হয়ে থাকবে তাঁর অন্তহীন সৎ কর্মরাজীতে এবং তাঁর সাধনাসমৃদ্ধ গবেষণামূলক রচনাবলীতে ও অন্যান্য স্থায়ী সাহিত্য কর্মে।

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লার সুদীর্ঘ জীবন যেমন বহু কর্মতৎপরতায় সমৃদ্ধ, তাঁর মহৎ জীবনও তেমনি বহু বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এই উন্নত জীবন হ'তে শিখবার এবং প্রেরণা লাভ করার অনেক কিছুই রয়েছে। জাতির ভবিষ্যৎ আশা—শিশু, যুবক, ছাত্র, সমাজকর্মী ও সাহিত্য সাধকগণ ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লার সঙ্কল্পদৃঢ় ও সাধনাধন্য জীবনী থেকে কর্ম সাফল্যের পর্যাপ্ত উপকরণ এবং অশেষ অনুপ্রাণনা লাভ করতে পারবেন।

www.ahlehadeethbd.org

নিম্নে আমরা সংক্ষেপে তাঁর জীবন কথা এবং তাঁর সাফল্য ও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করছি।

ডক্টর শহীদুল্লাহর পিতার নাম মফিযুদ্দীন আহমদ, মাতার নাম হুরুন্নেছা। শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাঁর বংশ পরিচয় সন্নিবেশিত হয়েছে। তাতে দেখা যায় তাঁর দাদার নাম ছিল গোলাম মফিযুদ্দীন, তৎপর ঊর্ধ পুরুষ—শেখ হাফিযুল্লাহ—শেখ সলিম—শেখ লাল—শেখ দারা মালিকী। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ২৪ পরগনা জিলার এক অংশে চন্দ্রকেতু নামে এক সামন্ত রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল দেউলিয়া। এই সময় সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কী ওরফে গোরাচাঁদ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে আগমন করেন। তিনিই চন্দ্রকেতুর ধ্বংসের কারণ। [illegible]হা গ্রামের কাছে হাড়োয়া গ্রামে পীর গোরাচাঁদের দরগাহ আজও দেখতে পাওয়া যায়। এই দরগাহের অনতিদূরে পেয়ারা গ্রাম অবস্থিত। ডঃ শহীদুল্লার পুর্ব পুরুষরা ছিলেন পীর 'গোরা চাঁদের' খাদিম বা সেবায়েত।

এই পীরের খাদেম বংশে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই উক্ত পেয়ারা গ্রামে শহীদুল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তাঁর শিক্ষা জীবনের তথ্য অপ্রচুর নয়। তাঁর স্কুল জীবনের কথা তাঁর স্বলিখিত বিবরণী থেকেই পেশ করছি।

"গ্রামের পাঠশালায় পড়াশুনা আরম্ভ করেছিলাম; কিন্তু কত বয়সে তা মনে নেই। এই পাঠশালায় ঈশ্বর চন্দ্রের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা ও বোধোদয় পড়েছিলাম বলে মনে আছে। বোধ হয় ১০ বছর বয়সের সময় পিতার কর্মস্থল হাওড়ায় আসি। সেখানে একটা মাইনর স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। ১৮৯৯ সালে সেখান থেকে M. E. (Middle English) পাশ করেছিলাম। তারপর ১৯০০ জানুয়ারীতে হাওড়া জিলা স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে (বর্তমান ৭ম শ্রেণীতে) ভর্তি হই। স্কুলের মৌলভী সাহেবের মারের ভয়ে ফারসী না নিয়ে সংস্কৃত নিয়েছিলাম। কাজেই স্কুলে ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত আমার পাঠ্য ছিল। কিন্তু আমি ঘরে বসে ফারসী, উর্দু, হিন্দী ও উড়িয়া ভাষা শিখেছিলাম। গ্রীক ও তামিল অক্ষরও পড়তে শিখেছিলাম। এই স্কুল জীবনেই ভাষা শিক্ষা আমার একটা বাতিক হ'য়ে দাঁড়ায়। সাধারণ ছেলেদের মত ঘুড়ি উড়ানো, লাটিম ঘুরানো, মারবেল খেলা প্রভৃতি খেলাধূলা না ক'রে আমি ভাষা শিক্ষা করতাম।

"বটতলার বাজে উপন্যাস পড়া আমার ভাল লাগত না। তবে কিছু কিছু ইংরেজী ও বাংলা ভাল উপন্যাস ও গল্পের বই পড়েছিলাম; কিন্তু সবগুলোর নাম এখন মনে নেই। ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের কুরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ ও তাপসমালা এবং পরলোকগত কৃষ্ণকুমার মিত্রের মহম্মদ-চরিত প'ড়ে ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরাগ গাঢ় হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ছোটবেলায় পাঠশালায় কুরআন শরীফ পড়তে শিখেছিলাম ও নমায পড়ার অভ্যাস ছিল।

"এই স্কুল জীবনে মোটামুটি ইংরেজী ও বাংলায় কিছু পারদর্শিতা জন্মেছিল। যখন তৃতীয় শ্রেণীতে (বর্তমান ৮ম শ্রেণীতে) পড়ি তখন শিক্ষক নারকেল গাছ সম্বন্ধে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ লিখতে দিয়েছিলেন। আমার প্রবন্ধ পড়ে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, আমি সেটা লিখেছি। নানা ভাষা ও out বই পড়ার জন্যে ক্লাসের বই বেশী পড়তাম না। স্মৃতি শক্তিটা খুব ভালই ছিল; সেই জন্য বরাবরই ক্লাসে ২য় বা ৩য় স্থান অধিকার করতাম। ৪র্থ শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষায় রৌপ্য পদক পেয়েছিলাম। কিন্তু সংস্কৃতে বরাবরই আমি বোধ হয় প্রথম ছিলাম।

"ক্লাসে শতাধিক ছাত্র ছিল। কিন্তু কেবল মাত্র দুটি বৎসর একটি মাত্র আমার মুসলমান সহপাঠী ছিল। সে হচ্ছে আবদুল হামিদ। সে পরবর্তী কালে Pakistan

www.ahlehadeethbd.org

Contents

Assembly র Member ছিল এবং করাচীতেই মারা যায়। হিন্দু সহপাঠীদের সাথে গলায় গলায় ভাব ছিল। তারা একদিন পণ্ডিত মশায়কে খেপাবার জন্যে এক নালিশের অভিনয় করে। তারা বলে, "স্যার, আমরা বামন কায়েতের ছেলে থাকতে, আপনি ঐ মুসলমান ছেলেটাকে বরাবর ফাষ্ট করে দেন, এতে আপনি অন্যায় করেন," তাতে তিনি বলেন, আমি কি করব, ও সিরাজুদ্দৌলা লেখে ভাল; তোরা তো তেমন লিখতে পারিস না।" পণ্ডিত মশায় আমার নাম মনে রাখতে পারতেন না, তাই আমাকে সিরাজুদ্দৌলা বলতেন।'

"স্কুল জীবনে হাফিষ আমার প্রিয় কবি ছিলেন। তখন ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের হাফিযের গদ্যানুবাদ ছাড়া মূল ফারসী আমার পড়া হয় নি। আমি ঐ গদ্যানুবাদ থেকে হাফিযের একটা গযলের পদ্যানুবাদ করেছিলাম।.....

"সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তক থেকে এই সময় রামায়ণের এক অংশেরও অনুবাদ করেছিলাম।.....

"এই সময়ে আমি বাংলা অক্ষরে আরবী অনুলিখনের একটি নিয়ম করেছিলাম। অবশ্য বর্ত্তমানে এই নিয়মের পরিবর্তন আমি করেছি।.....

"এই স্কুল জীবনেই ভাষাতত্ত্ব আমার একটি বাতিক ছিল.....

"এই সময় ধর্ম আলোচনাও আমার একটি বাতিক ছিল। এটি বোধ হয়, আমার বংশগত, কারণ আমরা ২৪ পরগণার বিখ্যাত পীর সৈয়দ আব্বাস ওরফে গোরা চাঁদের বংশানুক্রমে খাদেম।.....

এই সময়ে আমি আমার এক সহপাঠীকে যে পত্র লিখছিলাম তাতেও আমার ধর্মভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে, পত্রটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

ভাই পঞ্চানন,

".....দেখ তোমাদের পূজনীয় ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর সকলেই শরীরধারী। তোমরা এই সকল শরীরধারী জীবের উপাসনা কর; মুখে বল আর লেখ, 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ।" কিন্তু এই নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বরের কি পূজা কর?

.....আমি আশ্চর্য হইতেছি। তুমি এ বিষয়ে বুঝিতে পারিয়াও নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার চেষ্টা করিতেছ না। যাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন জীবন স্বপ্ন, তাহারাই জীবনের গতি পরিবর্তিত করিয়াছেন। বলখের রাজা ইব্রাহিম আধম, "মৃত্যু দ্বারা জাগরিত হইবার পূর্বে জাগ্রত হও"—এই আকাশ বাণী শ্রবণ করিয়া রাজদণ্ড ত্যাগ করিয়া পরম বৈরাগী হইয়াছিলেন; আর এইরূপ শ্রবণ করিয়া দস্যু ফজিল আইয়াজ সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আশা করি তুমিও জীবনের গতি ফিরাইবে। প্রথমেই প্রতিজ্ঞা কর একমাত্র নিরাকার জ্ঞানময় ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও নিকট মাথা নত করিবে না। আর ইহা কার্য্যে পরিণত কর, তোমার ভাল হইবে।

আমি মাথা পাগলা। কিন্তু যাহা বলিলাম তাহা সত্য সত্য সত্য"

শুভাকাঙ্খী

মোহাম্মদ শহীদোল্লাহ

২৪ | ১২ | ০৩

এই সময় দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দীতে আমার রচনার কিয়দংশ এখানে বাংলা অক্ষরে উদ্ধৃত করিতেছি।

॥ সূর্যে দয় মে ভ্রমণ ॥

সূর্য্য উঠা হৈ। হেম, তুম-হারা উঠনা চাহি এ। মুঁহ হাথ ধো ঔর কাপড়া চোপড়া পঁহিন।

য়হ দিন সুন্দর হৈ ঔর সব পক্ষী গান করতে হৈঁ। আকাশ নীল বর্ণ ঔর বায়ু ঠণ্ডী হৈ। ময়দান মেঁ ঘুমনে কে লিএ য়হ উত্তম সময় হৈ।

চলো হমলোগ ময়দান মে জাএঁ ঔর ছাগ, উসকে বাচ্চে, গৌ, বৃক্ষ ঔর পক্ষী সবকে দেখেঁ।

য়হাঁ এক ঝুপড়ী ঔর এক বৃক্ষ হৈ।

য়হ এক মনোহর কুঞ্জ হৈ। চাহে হম লোগ য়হাঁ বৈঠে চাহে হরিত তৃণ কে উপর বেড়াএ, শীতল সমীরণ সেবণ করেঁ, বিহগোঁকে ললিত সংগীত শুনেঁ তথা ছাগ শিশুকা নাচনা কুদনা দেখেঁ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছাগ বাচ্চোঁ কো মত সাতানা না ফল তুড়না।
জো চীজ তুমহারা নেহী হৈ মত লেনা।"

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
২৬।৩।০৪

এই সময়ে আমি সংস্কৃত ও পারসীর তুলনামূলক ভাষাতত্ব আলোচনা করি। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। (স্থানাভাবে দৃষ্টান্ত বাদ দেওয়া হ'ল—প্রবন্ধ লেখক)

১৯০৪ সালে এন্ট্রেন্স পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলাম আর আমার স্কুল জীবন শেষ হ'ল।"

স্কুল জীবনে ডক্টর শহীদুল্লার শ্রম, অধ্যবসায় কর্তব্যবোধ, ধর্মপ্রীতি, সাহিত্য সাধনা প্রভৃতি অনেকবিছুর পরিচয় মিলবে উপয়োধৃত তাঁর স্কুল জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকে।

তাঁর উড়িয়া ভাষা শিক্ষার প্রথম হাতে খড়ি হয় হাওড়াস্থ তাদের বাসার নিকট এক উৎকলবাসী রজকের পুত্রের কাছে। হিন্দি ভাষাও তিনি শিক্ষা করেন হাওড়ার এক হিন্দুস্তানীর শিষ্যত্ব বরণ ক'রে। আরবী, উর্দু এবং ফারসী শিক্ষা করেন নিজ গৃহে প্রধানতঃ নিজের চেষ্টায় ও সাধনায়।

১৯০৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হ'তে এফ এ পাশ করার পর সংস্কৃতে অনার্স সহ হুগলী কলেজে ভর্তি হন। এই সময় দারুণ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। অতঃপর পড়াশুনা কিছুকাল স্থগিত রেখে তিনি যশোর জিলা স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম রচনা 'মদন ভস্ম' ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এক বৎসর যেতে না যেতেই তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে ১৯০৯ খৃঃ কলকাতা সিটি কলেজের বি, এ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং সংস্কৃত অনার্স সহ ১৯১০ সালে বি, এ পাশ করেন। বি-এ পাশের পর তিনি কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম, এ পড়তে চাইলেন। ভাইস চ্যান্সেলার আশুতোশ মুখোপাধ্যায় অনুমতি দিলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল সংস্কৃতের পণ্ডিত অধ্যাপকদের নিয়ে। সংস্কৃত এম, এ শ্রেণীতে বেদ বেদাঙ্গ পাঠ্য তালিকাভুক্ত। হিন্দু শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কারোর বেদ বেদাঙ্গ পড়ার অধিকার নেই। পণ্ডিতরা অস্বীকার করলেন শহীদুল্লাকে বেদ পড়াতে। তখন ভাইস চ্যান্সেলার বিপদে পড়লেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত সামা শ্রমীর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভয়ানক প্রতিবাদ জানান হ'ল। ব্যাপারটা শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ রইল না। সমগ্র হিন্দু জাতি বিচলিত হয়ে উঠল। ডক্টর এমামুল হক বলেন, "শিক্ষিত সমাজেও প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই বিক্ষোভের তীব্রতা, তিক্ততা ও ব্যাপকতার পুরাপুরি আঁচ করিতে হইলে, ১৯১২ সালের 'কমরেড' পত্রিকায় প্রকাশিত মরহুম মৌলনা মুহম্মদ আলীর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'দি লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা অব ইণ্ডিয়া' হইতে নেম্নোধৃত অংশটি পড়িয়া দেখিতে হইবে।

(অনুবাদ)

"সংস্কৃত ও আরবীতে রচিত সাহিত্য ও দর্শনের অফুরন্ত-খনি শ্রেষ্ঠ প্রত্ন-সাহিত্যের শিক্ষার্থীকে যে আকৃষ্ট করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং বর্তমানের চেয়ে অধিক সংখ্যায় মুসলিম বিদ্যার্থীরা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করুক—এই আশা পোষণ করিয়া আমরা বিশ্বাস করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পণ্ডিত জনৈক মুসলমান ছাত্রকে সংস্কৃত পড়াইতে অস্বীকার করিয়া "শহীদুল্লাহ ঘটিত ব্যাপারে'র ন্যায় যে ঘটনার সৃষ্টি করে, আর তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হিন্দু গোঁড়ামির অশুভ থেকে শুভ সূচিত হ'ল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে (Comparative Philology) এম, এ ক্লাস খোলার সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বেই গৃহীত হয়েছিল কিন্তু ছাত্রের অভাবে বিভাগটি চালু করা সম্ভব হয় নি। শহীদুল্লাহ সাহেব স্যার আশুতোষের পরামর্শক্রমে ভাষাতত্ত্বে এম এ পড়া শুরু করেন এবং উক্ত বিভাগের প্রথম এবং একমাত্র ছাত্ররূপে কৃতিত্বের সঙ্গে ১৯১৩ খৃঃ এম, এ, পাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আইন অধ্যয়ন করছিলেন এবং ১৯১৪ খৃঃ তিনি বি-এল ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯১০ সালে ২৪ পরগণা নিবাসী মুনশী মুস্তাকীমের কন্যা মরগুবা খাতুনের সঙ্গে তার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বি-এ পড়া অবস্থাতেই তিনি বিভিন্ন সাহিত্য সভায় যোগদান করতেন। ৩৪ মাইল হেঁটে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির সভায় নিয়মিত যোগদান করতেন। এই সময়েই তিনি বাংলা সাহিত্যের চর্চায় পশ্চাদপদ মুসলমানদের সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দানের জন্য মুসলমানদের আলাদা সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই ব্যাপারে তাঁর সহকর্মী ছিলেন ভোলার(বরিশাল) "জাতীয় মঙ্গলের" কবি জনাব মোজাম্মেল হক। উভয়ের চেষ্টায় এবং অনেকের সহযোগিতায় ১৯১১ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারীখে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ উক্ত সময় থেকে ১৯১৫, ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯১৩ খৃঃ জার্মানীতে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি ভারত সরকারের বৃত্তিলাভ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্যগত ওজুহাতে ভারত সরকারের ছাড়পত্র লাভে ব্যর্থ হন। ফলে, সেবারে তার পক্ষে জার্মান যাওয়া সম্ভব হয় নাই।

বি এল পাশ করার পরই তাঁর কর্ম জীবন শুরু হয়। এই সময় মরহুম মওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর আহ্বানে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম এ বি এল সীতাকুণ্ড হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু এই পদে তিনি বেশী দিন স্থায়ী হন নাই। সেখান থেকে এসে ১৯১৫ খৃঃ ২৪ পরগনা জিলার বশিরহাটে তিনি ওকালতী ব্যবসা শুরু করে দেন। ৪ বৎসর তিনি এখানে ওকালতী করেন এবং এই সময় বশিরহাট মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এই সময়েই কুরআনের প্রথম মুসলমান বঙ্গানুবাদক মরহুম মওলানা আব্বাস আলী সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা জন্মে। মওলানা সাহেব বশিরহাট লোক্যাল বোর্ডের সদস্য এবং বশিরহাট কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

আইন ব্যবসায়ে তাঁর বেশ পশার জমছিল কিন্তু এ ব্যবসায় তার ধাতে সইল না। কেন তিনি এ পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন সে সম্পর্কে অধ্যাপক আবু তালেব সাহেব এক মজার কিস্সা বর্ণনা করেছেন। তার ভাষাতেই নিম্নে সে কিস্সা উধৃত করছি।

"গভীর রাত। ঘুরঘুট্টে, আঁধার। খুব সম্ভবতঃ অমাবশ্যার রাত হবে। পথে লোক জনের আনা গোনা বন্ধ হয়েছে.......

চব্বিশ পরগনা জিলার বশীরহাট মহকুমার এক তরুণ মুসলিম উকীলের সঙ্গে মুলাকাত করতে এসেছেন শহরের কতিপয় গণ্যমান্য লোক।

উকীল সাহেব তাঁদের খাতির তোয়াজ ক'রে পরে তাঁদের এ হেন সময়ে আগমনের অভিপ্রায় জানতে চাইলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তারা যা বলেন, তার মর্ম এই—

তাঁরা এক খুনী আসামীর তরফ থেকে তাঁর মূল্যবান পরামর্শের জন্য এসেছেন। কি করলে, এ খুনের দায় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, এই পরামর্শই তাদের একমাত্র কাম্য।

এ-এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা উকীল সাহেবের জীবনে।

"আপনার আসামী কি সত্যই খুনী?" উকীল সাহেব প্রশ্ন করেন।

জি হাঁ। তা নইলে এ রাতের আঁধারে এত পথ হেঁটে আপনার কাছে আসবো কেন? মেহেরবানী ক'রে মুক্তির পথ বাৎলে দিন।" জবাবদাতার কণ্ঠস্বরে ভীতি ও ব্যাকুলতার চিহ্ন।

উকীল "আসামী কি......না, না, থাক। আপনি কাল দিনের বেলায় আসবেন।০০০০আপনাকে ভাল উকীল ধরিয়ে দেবো। আমার দ্বারা আপনার কোন কাজ হবে না।"

উকীলের পেশা বটে, সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় বিচারের ঊর্ধ্বে। শুধু ন্যায়বাদী হ'লে চলে না—সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করার মধ্যেই তো তার পেশার সার্থকতা নির্ভর করে।

কিন্তু উকীল সাহেব ভাবলেন,—"একি কোন মুসলমানের পেশা হতে পারে। জেনে শুনেও খুনী আসামীকে সমর্থন করতে হবে?" না, না, এ হতেই পারে না। মুসলমান উকীল সাহেব বরং দিন মজুরী ক'রে খাবেন, তথাপি বুদ্ধিমানের এ পেশার প্রয়োজন নেই তার।।

এ উকীল শহীদুল্লাহ সাহেব।

এর অল্পদিন পরেই তাঁর প্রতিভার সদ্ব্যবহার ও প্রবণতার উপযোগী কাজের সন্ধান তিনি পেয়ে গেলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপমহাধ্যক্ষ তার শুভাকাঙ্খী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের গবেষণ সহকারী পদে যোগদান করলেন। ডক্টর এনামুল হকের ভাষায় বলতে হয়, "ভাবী জীবনের ঘোর তমসাচ্ছন্ন প্রান্তরে দিগ্বিদিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে তিনি এতদিন যে পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছিলেন, এইবার তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলেন। তিনি যেন হঠাৎ ঘোরতর অন্ধকার হইতে আলোর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া এক নবজীবনের মেদুর পরশ নিবিড় ভাবে অনুভব করিলেন। নূতন করিয়া প্রশান্ত চিত্তে জ্ঞান চর্চা ও গবেষণা আরম্ভ হইল। এই সময় হইতে আজ পর্যন্ত (তখন তিনি জীবিত) তাঁহার জ্ঞানসাধনা সমানেই আগাইয়া চলিয়াছে"

বশীরহাটে অবস্থান কালে আইন ব্যবসাতেই তিনি তাঁর কর্মসাধনা নিবদ্ধ রাখেন নাই। পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা এবং সেখান হ'তেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সম্পাদনার কার্য আঞ্জাম দিতে থাকেন। ১৯১৫ সালে তিনি আল্ ইসলাম পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন, ১৯১৭ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে (দ্বিতীয় অধিবেশন) সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৮ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি ও তার মুখপত্র বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেন। ১৯২০-২১ সালে তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ মুসলিম ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে জনাব শহীদুল্লাহ 'আঙুর' নামে একটি শিশু পত্রিকা বের করেন।

অধ্যাপক আলী আহমদ লিখেছেন,

"মুসলমানদের মধ্যে আঙুরই ছিল শিশু সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের প্রথম প্রচেষ্টা। এই পত্রিকা খানি প্রকাশের পর 'ইসলাম দর্শন' লিখিয়াছিল (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) "আমাদের সমাজে এইরূপ একখানি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পত্রিকার বড়ই অভাব ছিল। সেই অভাব পূরণকল্পে আঙুরের আবির্ভাব দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।" এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। এক বৎসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আঙুরের প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়।"... ......

আঙুরের প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'রথ যাত্রা' তৃতীয় সংখ্যায় কাজী নজরুল ইসলামের 'চাঁদের কুঁৎকুতের' বিজ্ঞাপন, ৬ষ্ঠ সংখ্যায় শামসুন নাহার খাতুনের (চট্টগ্রাম) প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। বিষয় নির্বাচনে আঙুরের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। 'মাজগুবি সত্যি' এই শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধটিতে বৈজ্ঞানিক জটিল বিষয় অতি সহজ ও সরস ভাষায় শিশুদের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছিল। এই পত্রিকাখানি উচ্চাঙ্গের শিশু মাসিকী হইয়াও দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই—ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।"

ঢাকায় কর্মজীবন

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার ফলে জনাব মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সংস্কৃত-বাংলা যুক্ত বিভাগের লেকচারার পদে নিয়োজিত হন। ঐ সালের ২রা জুন তিনি এই পদে যোগদান করেন। এই সময় হইতে মৃত্যু অবধি ঢাকাই ছিল তার স্থায়ী বাসস্থান। পরে তিনি আইন বিভাগের পার্ট টাইম অধ্যাপকরূপেও কাজ করেন। ১৯২৬ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি প্যারিস যাত্রা করেন।

কিন্তু তার পূর্বেই অধ্যাপকরূপে কৃতিত্ব ছাড়াও তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর গবেষণা মূলক প্রবন্ধ এবং বহু সভা সম্মেলনে মূল্যবান ভাষণ তাঁর এই খ্যাতি বিস্তারে সহায়ক হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ছাড়াও জনাব শহীদুল্লাকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউজ টিউটারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। উভয় দায়িত্ব পালন কালে জাতির আশা ভরসা ছাত্রদের প্রতি তাঁর আন্তরিক মমত্ববোধ এবং তাদেরকে আদর্শ মানুষ ও আদর্শ মুসলিমরূপে গড়ে তোলার তীব্র আগ্রহের পরিচয় মেলে তাঁর বিভিন্ন কর্মধারায় এবং তাঁর কথায় ও আচরণে।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট কাজ ছাড়াও বাইরের বহু স্থান থেকে জনাব শহীদুল্লার ন্যায় জ্ঞানী গুণী ও কর্মবীরের বিভিন্ন কাজে ও খেদমতের জন্য আহ্বান আসতে থাকে নিরন্তর। তিনি যথা সাধ্য সে আহ্বানে সাড়া দেন। এখানে মাত্র কয়েকটি আহ্বানে তার সাড়া দান এবং কৃত কর্মের দৃষ্টান্ত পেশ করছি। ১৯২৩ সালে যশোহর খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতির অষ্টম অধিবেশনে তিনি যে ভাষণ দেন তার কিয়দংশ নিম্নে উধৃত করছি।

"জাতীয় জীবন গড়িতে হইলে, কতকগুলি আদর্শ খাড়া করিতে হইবে। উপন্যাসে ও নাটকে যেমন লোক চরিত্র অঙ্কন করা যায়, আর কিছুতেই সেরূপ সম্ভব না। আমাদিগকে উপন্যাস ও নাটক দ্বারা দেখাইতে হইবে মুসলমানের কিরূপ হওয়া উচিত, মুসলমানের পারিবারিক জীবন কিরূপ হওয়া উচিত, মুসলমানের সামাজিক জীবন কিরূপ কিরূপ হওয়া উচিত, মুসলমানের রাষ্ট্রীয় জীবন কিরূপ হওয়া উচিত। খালি প্রেম কাহিনী লিখিয়া কোন ফল নাই। মুসলমানের উপন্যাস ও নাটকের ভিতর একটি মুসলমানি ছাপ থাকা চাই। নচেৎ জাতীয় জীবনের জন্য সে উপন্যাস, সে নাটক বৃথা। কাব্য ও খণ্ড কবিতায়ও ইসলামিক ভাব থাকা চাই। কাব্য এমন হইবে, কবিতা এমন হইবে, যাহা পাঠে মুসলমান খাঁটি মুসলমান হইতে পারে। তাহাতে মুসলমান জীবনের আদর্শ থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ—তা সে যতই সুন্দর হউক, অপেক্ষা ইসলামিক ভাবপূর্ণ মাঝারি ধরণের কাব্য ও কবিতা আমাদের এক্ষণে প্রার্থনীয়।"

১৯২৪ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সভাপতিরূপে তাঁর অমূল্য ভাষণের এক স্থানে জনাব শহীদুল্লাহ বলেন,

"আল্লাহর শেষ প্রত্যাদেশ আরবীতে। আল্লাহর শেষ নবী আরবী। আমরা সেই নবীর উম্মত (মণ্ডলী), সেই প্রত্যাদেশের উত্তরাধিকারী। অনুবাদে মূলের ছায়া পাওয়া যায় মাত্র; মূলের প্রাণ অনুবাদে থাকিতে পারে না। যদি ইসলাম ধর্মকে তাহার প্রাথমিক যুগের অনাবিল অবস্থায় বজায় রাখা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, যদি শত দেশভেদ এবং সহস্র ভাষাভেদ সত্ত্বেও ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তবে মুসলমানকে তাহার কোরআন-হাদীস মূল ভাষায় পড়িতে হইবে, পড়িয়া বুঝিতে হইবে, বুঝিয়া মজিতে হইবে। যদি মরুকে নগর করিবার, পশুকে মানুষ করিবার, অন্ধকে চক্ষুষ্মান করিবার, কাঙ্গালকে আমীর করিবার, ভীরুকে বীর করিবার অমোঘ মন্ত্র শিখিতে চাও, তবে আরবী কোরআন শিখ। যেমন প্রত্যেক খৃষ্টান বালক তাহার বাইবেল জানে, যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক মুসলমান বালক তেমনই তাহার কোরআন শরীফকে না জানিবে, সে পর্যন্ত মুসলমান সমাজ জাগিবে না। সমস্ত জগতের বদলে যে মুসলমান তাহার কোরআন ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল না, আজ দেখ, সেই মুসলমান সন্তান সংস্কৃত, পারসী কিংবা পালী ভাষার বিনিময়ে কিরূপে তাহার কোরআন বর্জন করিতেছে। হা ধিক। আমাদের মৌখিক অনুরাগকে। হা ধিক! আমাদের দুনিয়া পূজাকে।'

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে ডক্টর শহীদুল্লার তখনকার চিন্তাধারা, তাঁর ইসলাম প্রীতি এবং মুসলমানের উন্নতির সঠিক পথ নির্দেশের পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

মওলানা আকরম খাঁ এবং মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদিত আল-ইসলাম (যার সহকারী সম্পাদক পদে তিনি বৃত ছিলেন) পত্রিকায় ইতিপূর্বেই তাঁর ইসলাম সম্পর্কীয় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মওলানা ইসলামাবাদী ছিলেন একজন জহুরী, তাই তিনি জওহরকে চিনতেন। জনাব শহীদুল্লাহ ইসলামকে মনে প্রাণে ভালবাসতেন, তার আদর্শকে তিনি হৃদয়ের মণি কোঠায় বরণ করে নিয়েছিলেন। ইসলামের প্রচার প্রত্যেক মুসলমানের একটি ধর্মীয় কর্তব্য। তিনি এই কর্তব্য তাঁর সমস্ত জীবনে সাধ্যমত পালন করে গেছেন তাঁর লেখায়, তাঁর ভাষণে, তাঁর বৈঠকী আলোচনায়, তাঁর ওয়াজ বক্তৃতায় এবং অন্যান্য উপায়ে।

১৯২২—২৩ খৃষ্টাব্দে আর্য সমাজী নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে রাজপুতনার 'মালাকানা' মুসলমানদের অনেকে হিন্দু ধর্মে পুনর্দীক্ষিত হ'তে থাকে। ইসলামের এই সাধারণ বিপদে উত্তর ভারত থেকে বহু মুবাল্লিগ দীন রাজপুতনায় গমন করেন। বাঙলার 'ইসলাম মিশনও' এই অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে নাই। 'ইসলাম মিশনের' পরিচালক মওলানা ইসলামাবাদী যোগ্য লোকের সন্ধান করতে লাগলেন। জনাব শহীদুল্লাহ ছাড়া কোন যোগ্যতর লোক তার চোখে পড়ল না। কারণ এই কার্যে নিয়োজিত মুবাল্লিগকে শুধু ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেই চলবেনা। তাঁকে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধেও পুরামত ওয়াকেফহাল থাকতে হবে। কাজেই তিনি উভয় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ শহীদুল্লাহ সাহেবকে একাজে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানালেন। তিনিও সানন্দে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন। ১৯২৩ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পুরা তিন মাস রাজপুতনায় ইসলাম প্রচার ও আর্য সমাজী পণ্ডিতদের মুকাবেলায় কুরআন ও বেদ-বেদাঙ্গের পাণ্ডিত্য নিয়ে সংগ্রাম ক'রে তিনি সাফল্যের বিজয় মালা গলায় পরে ফিরে এলেন। তাঁর এই দ্বীনি খেদমতের ফলে এ যাত্রায় হাজার হাজার মুসলিম 'মালাকানা' রাজপুত ধর্মান্তর গ্রহণের হাত থেকে রক্ষা পেল।

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লার জীবনব্যাপী তবলীগে দ্বীনের এটা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা, কিন্তু এটাই শেষ নয়, বলতে গেলে—সূচনা মাত্র।

—চলবে

www.ahlehadeethbd.org

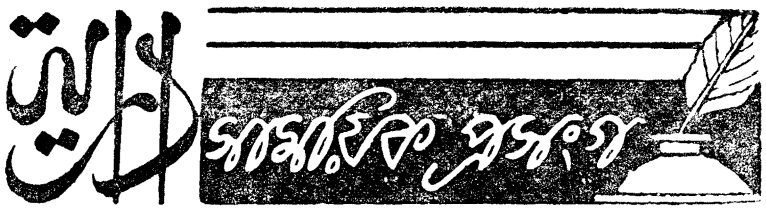

بسم الله الرحمن الرحيم

মুহাম্মদ শাহীদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহ

পণ্ডিত মাওলাণ্ডী মাওলানা ডক্টর মুহাম্মদ শাহীদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহ ৮৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করার তৃতীয় দিনে ১৯৬৯ ইং সনের ১৩ই জুলাই তারীখে এই নশ্বর জগত ছাড়িয়া গিয়াছেন। বাংলা ও পাকিস্তানের অসংখ্য নরনারী তাঁহার অফাতে প্রিয় জন হারাইবার শোক ও দুঃখ অনুভব করেছে। আমরাও গভীর শোক পাইয়াছি। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আমরা তাঁহার পরিবার পরিজনকে সমবেদনা জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদেরও সমবেদনা জানাইতেছি এবং আল্লাহের দরগাহে এই দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে জান্নাতুল ফিরদাওসে তাঁহার প্রিয়তম বান্দাদের সাথে একত্র বাসের সৌভাগ্য দান করুন। আমীন সুম্মা আমীন।

বর্তমানে পাকিস্তানী পরিভাষায় যে কোন ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিম নামায পড়েন এবং দাড়ি রাখেন তাহাকেই মাওলাণ্ডী উপাধি দেওয়া হয়। মনে হয় সাধারণ মুসলিমের পক্ষে নামায পড়ার এবং দাড়ি রাখার যেন কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু মারহুম মুহাম্মদ শাহীদুল্লাহ সেই অর্থে মাওলাণ্ডী ছিলেন না। সুবিখ্যাত মাস্নাণ্ডী রচয়িতা যে অর্থে মাওলণ্ডী ছিলেন আমাদের মারহুম মুহাম্মাদ শাহীদুল্লাহ ছিলেন সেই অর্থে 'মাওলাণ্ডী'—মাওলার সঙ্গে ছিল তাঁহার যোগসূত্র। 'মাওলাণ্ডী'র আদি ও অকৃত্রিম অর্থ 'আল্লাহওয়ালা'। এই অর্থে তিনি ছিলেন মাওলাণ্ডী। আমরা তাঁহাকে প্রথম যখন জানি তখন তিনি 'মৌলবী পণ্ডিত' আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াই আমাদের নিকট পরিচিত হন। পরে ইংরেজী পরিভাষার 'ডক্টর' উপাধিটি তিনি যখন লাভ করেন তখন আমরা ইংরেজ জাতি ও ইংরেজী ভাষার গোলামীর অডিন্যান্স বলে—প্রভুদের ভাষার উপাধিটিকে উচ্চতম আসন দিয়া মারহুমের 'মৌলবী পণ্ডিত' উপাধিটি প্রত্যাহার করিয়া ফেলি। বাংলা ভাষায় 'পণ্ডিত' আরবী ভাষায় হাকীম (দার্শনিক) ও ইংরেজী ভাষায় 'ডক্টর' একই অর্থ বহন করে। এই সব কারণে 'মৌলবী পণ্ডিত' উপাধি যোগে মারহুম সকলের যে ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জন করেন তাহা অপরিসীম। পাক-ভারতীয় পরিভাষায় 'মাওলানা' ও ডক্টর' এর তাৎপর্য একই ছিল। সেই হিসাবে আমরা মারহুমকে 'মাওলানা' বলিলাম—বর্তমান পাকিস্তানী পরিভাষা হিসাবে নহে।

মুহাম্মদ শাহীদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহ বহু ভাষাবিদ ছিলেন ইহা সর্বজনবিদিত। তিনি মূলতঃ সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অথরিটী ছিলেন। তাহা ছাড়া উর্দু, আরবী, ফারসী, পালি প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে হিব্রু, জার্মান, ফ্রেন্চ ভাষাগুলিতেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ধর্মীয় শাস্ত্রসমূহেও তিনি বিশেষ জ্ঞান রাখিতেন। তিনি ইসলামী শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় যেমন ব্যাপার জ্ঞান রাখিতেন, সেইরূপ হিন্দু শাস্ত্রে, খৃষ্টান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শাস্ত্রে এবং য়াহুদী শাস্ত্রেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। মারহুম তাসাওওফ শাস্ত্রের জ্ঞান রাখার সঙ্গে সঙ্গে উহা নিজে পালনও করিতেন এবং বিশিষ্ট সিলসিলার তিনি এক জন 'খালীফাও' ছিলেন। লোকের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার সাহাবীদের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। তিনি সাধারণতঃ অত্যন্ত অমায়িক ও দয়ালু হইলেও ইসলাম বিরোধী অন্যায় কোন কিছু তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এইরূপ কোন একটি ব্যাপারে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোন এক ভাইস চ্যান্সেলারের প্রতিবাদে আমরা তাঁহাকে অগ্নিশর্মারূপ ধারণ করিতে দেখিয়াছি। ইহা ছিল তাঁহার সরলতা ও আন্তরিকতার জলন্ত প্রকাশ।

আমরা আমাদের এই পত্রিকায় অন্যত্র মারহুমের জীবনীর সামান্য অংশ আলোচনা করিলাম। পরে ইনশা আল্লাহ আরও প্রকাশ করা হইবে।

অবশেষে আমরা মারহুমের পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আমাদের আন্তরিক গভীরতম সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আদম সন্তানের চন্দ্রে অবতরণ

যে কোন ঘটনার ও যে কোন উক্তির সত্যতা ও যথার্থতা মানিয়া লইবার পূর্বে সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন সকল বুদ্ধিমান মানুষই স্বীকার করিয়া থাকে। যে কোন ঘটনার যে কোন বিবরণকে একটি 'দাবী' বলিয়া জ্ঞান করা হয় এবং ঐ দাবীর সত্যতা কোন বুদ্ধিমান মানুষই শুনিবামাত্র মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয় না। এই কারণেই সিভিল প্রসিডিওর কোড, ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড, এভিডেন্স অ্যাক্ট প্রভৃতি নিয়ম কানুনগুলি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। আদম-সন্তানের চন্দ্রে অবতরণের বিবরণটিও এই প্রকার একটি দাবী মাত্র এবং ইহা এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ।

সাক্ষ্য প্রমাণের কথা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া আদম সন্তানের চন্দ্রে অবতরণ যথার্থ বলিয়া মানিয়া লওয়া হইলেও উহা লইয়া হৈ চৈ করার কোনই হেতু আমরা দেখিতে পাই না। বিজ্ঞানের বহু আশ্চর্যজনক আবিষ্কার ইতিপূর্বে হইয়াছে। ষ্টিম ইনজিনের আবিষ্কার, মোটর ইনজিনের আবিষ্কার, তার বার্তা যন্ত্র ও বেতার যন্ত্রের আবিষ্কার, টেলিভিশান, টেলিকাষ্ট, টেলিকমানিকেশান আবিষ্কার, কম্পিউটার যন্ত্র আবিষ্কার প্রভৃতির কোন্‌টাই বা কম আশ্চর্যজনক। তবে চন্দ্রে অবতরণ লইয়া এত উত্তেজনা কেন? ইহার একমাত্র মূল কারণ হইতেছে প্রোপাগাণ্ডা আর প্রোপাগাণ্ডা। বর্তমানে এই পৃথিবীতে দুইটি শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়াছে তাহাদের মধ্যে কে অধিকতর শক্তিশালী তাহা জগতকে দেখাইয়া জগতকে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইবার জন্য। এই প্রোপাগাণ্ডার কারণেই ব্যাপারটি ব্যাপকভাবে জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

যাহা হৌক, এই পৃথিবীর সভ্য হিসাবে আমরা এই বুঝি য, এই পৃথিবীবাসীর মঙ্গল ও কল্যাণের উপর নির্ভর করে যে-কোন আবিষ্কারের গুরুত্ব ও মূল্য। আমরা 'ধর্মকে' বিশেষ করিয়া 'ইসলাম' ধর্মকে গুরুত্ব দিয়া থাকি এবং উহাকে মূল্যবান জ্ঞান করিয়া থাকি এই কারণে যে, উহা পৃথিবীর মানুষের পরস্পরের মধ্যে শান্তি ও শৃংখলা বিধানের কোশেশ করিয়া থাকে। খৃষ্টানেরা খৃষ্ট ধর্মকে, বৌদ্ধেরা, জৈনেরা তাহাদের নিজ নিজ ধর্মকে এই কারণেই গুরুত্ব দিয়া থাকে। যে কোন ব্যাপার এই পৃথিবীবাসীর পক্ষে দুর্ভোগের কারণ হয় তাহা কখনই এই পৃথিবীবাসী বুদ্ধিমানদের কাম্য নহে—হইতে পারে না। আণবিক বোমা পৃথিবীবাসীর ধ্বংস সাধনকারী হিসাবে এই পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া পৃথিবীবাসী জ্ঞানীদের নিকট উহা অভিশাপরূপে গৃহীত হয়। তাই তাঁহারা এখন আণবিক শক্তিকে পৃথিবীবাসীর সেবায় লাগাইবার জন্য গবেষণা চালাইয়া যাইতেছেন।

আদম-সন্তানের চন্দ্রে অবতরণ যদি সত্য সত্যই ঐ ব্যাপারে অর্থব্যয়ের অনুপাতে অধিকতর মংগল ও কল্যাণ এই পৃথিবীবাসীকে দান করিতে সক্ষম হয়, তবে যখন উহা দ্বারা ঐ কল্যাণ কার্যতঃ সাধিত হইবে তখন আমরা আদম-সন্তানের চন্দ্রে অবতরণকে অভিনন্দন জানাইব। উহার পূর্বে আমরা জ্ঞানতঃ এই অবতরণকে অভিনন্দিত করিতে পারি না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ইসলাম

বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কারের ফলে ইসলাম পরিবেশিত বহু অবোধ্য ও দুর্বোধ্য বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান ক্রমশঃ সহজ হইয়া উঠিতেছে। এখানে উহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

সাহীহ হাদীসে বলা হয় যে "পাত্রে যদি কোন তরল পদার্থ থাকে এবং ঐ তরল পদার্থ অথবা উহার অংশবিশেষ যদি কুকুর মুখ লাগাইয়া পান করে অথবা কুকুর যদি কোন শূন্য পাত্রে চাটে তাহা হইলে কুকুরের উচ্ছিষ্ট তরল পদার্থ ফেলিয়া দিয়া পাত্রটি সাত বার ধুইতে হইবে।" যুক্তিবাদী মুসলিম দল হাদীসে উল্লিখিত বিধানটি সম্পর্কে এই বলিয়া প্রতিবাদের তুফান তুলিয়া বসে যে, শূকরের বিষ্ঠা লাগিলেও যখন কেবল মাত্র তিন বার পানি দিয়া ধুইলেই যে কোন বস্তু পাক পবিত্র হয় তখন কুকুরের লালা হইতে পাক করিবার জন্য তিন বার ধৌত করাই যথেষ্ট হইবে। ঐ দলটি তাঁহাদের এই প্রতিবাদকে যোরদার করার জন্য আবিষ্কার করিয়া বসেন যে, যে সাহাবী এই হাদীসটি বর্ণনা করেন তিনিই না-কি পরে ঐ ক্ষেত্রে তিন বার ধৌত করার ফাতওা দিতেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত হাদীসে বর্ণিত বিধানটির যথার্থতা প্রমাণ করে। অধুনা লুপ্ত 'আল্ ইসলাম' মাসিক পত্রিকায় আমরা সেই আবিষ্কারের কথা জানতে পারি। জার্মানের কোন বৈজ্ঞানিক ডাক্তার আবিষ্কার করেন যে, "কুকুরের লালাতে যে বিষাক্ত পদার্থ থাকে তাহার প্রতিষেধক হইতেছে নিশাদল; আর যে কোন প্রকার মাটিতেই বিশিষ্ট পরিমাণ নিশাদল রহিয়াছে।" ফলে মাটি অত্যন্ত সহজলভ্য হওয়ায় হাদীসে যে বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহার যথার্থতা এখন যুক্তিবাদ দেরাও অস্বীকার করিতে পারে না।

মি'রাজ অবিশ্বাসীরা যখন মাক্কায় বসিয়া থাকিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বাইতুল মাকদিসের মাসজিদ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করিতে থাকে তখন ঐ মাসজিদ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চোখের সামনে তুলিয়া ধরা হয় এবং তিনি তাহা দেখিতে থাকেন ও অবিশ্বাসীদের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে থাকেন—এই ঘটনাটির যথার্থতা;

মাদীনার মাসজিদে বসিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুতাহ যুদ্ধে নিহতদের সংবাদ দিতেছিলেন এবং তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল—এই ঘটনার যথার্থতা এবং

মিম্বারে দাঁড়াইয়া হযরত উমার রাঃ এর দূরদেশে মুসলিম সৈন্যদের অবস্থা দর্শন প্রভৃতি ঘটনাগুলির যথার্থতা টেলিভিশান যন্ত্র প্রমাণ করিয়াছে এবং হযরত উমারের মাদীনা হইতে নির্দেশ দান এবং বহুদূরে মুসলিম সৈন্যদের উহা শ্রবণ 'বেতার যন্ত্র' যথার্থ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে।

আর আদম সন্তানের চন্দ্রলোকে গমন ইসলামের একটি বিশিষ্ট ঘটনার যথার্থতা প্রমাণের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহা হইতেছে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মি'রাজ বা উর্ধলোকে গমন। মি'রাজ সম্পর্কে আমরা বিশ্বাস রাখি যে, রাসূলুল্লাহ সঃ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় উর্ধলোকে গমন করেন এবং মি'রাজ সম্পর্কে যে সব বিবরণ সাহীহ হাদীসগুলিতে পাওয়া যায় সবই তাঁহার জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে ঘটিয়াছিল। যুক্তিবাদী মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ যুক্তির দোহাই দিয়া যদিও ইহা মানিতে রাযী নন তবুও তিনি তাঁহার 'মোস্তফা চরিত' ১৯৩৮, তৃতীয় সংস্করণ ৩৬৪ পৃষ্ঠায় স্বীকার করেন যে, "অধিকাংশ লোকের মত এই যে, মে'রাজের সমস্ত ব্যাপারই সশরীরে এবং জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল।" ইহার কিছু পরে তিনি বলেন, "আমরা শেষোক্ত মতের" [অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মি'রাজ সংঘটিত হওয়া] "সমর্থন করি না।" যুক্তিবাদীদের মোদ্দা যুক্তি এই যে মানুষের পক্ষে সশরীরে উর্ধলোকে গমন অসম্ভব। তাই সশরীরে মি'রাজ স্বীকার করা যাইতে পারে না। জ্যোতির্বেত্তাগণ উর্ধলোকে গমণের সম্ভাব্যতার প্রতিবাদ এই বলিয়া করেন যে, উর্ধলোকে খালা' বা বায়ুশূন্য-মণ্ডল, কুরা-এ-নার বা

www.ahlehadeethbd.org

... এবং ... এ-যামহারীর বা শীতমণ্ডল অতি-... মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অধিকন্তু ... ঊর্ধ্ব জগৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা এই ছিল ... দ্বারা তৈয়ারী এবং উহার পক্ষে ... অংশ জোড়া লাগা—তাঁদের ভাষায় ... ও ...ল্তিয়াম (خرق و التيام) অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই মি'রাজ সশরীরে হয় নাই—হইতে পারে না। আমরা, ধর্মগ্রন্থে আস্থাবানেরা, সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মি'রাজের যথার্থতায় বিশ্বাসকারীরা যুক্তিবাদীদের শত আপত্তি ও প্রতিবাদের একটিমাত্র জওয়াবই দিয়া আসিতেছি যে, (ক) আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের পক্ষে মানুষকে ঊর্ধ্বলোকে প্রেরণ অসম্ভব তো নহেই, বরং অত্যন্ত সহজ। কাজেই (খ) পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের মধ্যে নিশ্চিতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী হযরত মুহাম্মাদ সঃ-র প্রদত্ত বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য।

প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে ঢাকা রেডিওতে 'আলাম্ নাশ্রাহ' সূরার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, ঊর্ধ্বলোকে গমনের প্রস্তুতি হিসাবে মি'রাজের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সঃ এর বক্ষ বিদারণ ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলির প্রয়োজন হইয়াছিল। সম্প্রতি আমরা দেখিতে পাইলাম যে, চন্দ্রলোকে মানুষ প্রেরণের পূর্বে প্রস্তুতি হিসাবে বহু কিছু করিতে হইয়াছিল।

বর্তমানে কোন কোন মুসলিমকে বলিতে শোনা যাইতেছে "হায়! হায়! মানুষ চাঁদে গেল। তা হ'লে তো কুরআন মিথ্যা হ'য়ে গেল।" তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, 'মানুষ চাঁদে যাইতে পারিবে না', এমন কথা কুরআন মাজীদের কোথায় বলা হইয়াছে? ইন্শা-আল্লাহ পরবর্তী সংখ্যায় আমরা 'চাঁদ' সম্পর্কে কুর-আনের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করিব। এ সম্পর্কে পাঠক পাঠিকাদের অন্তরে কোন সংশয় উদিত হইয়া থাকিলে তাহা যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমাদের দফতরে জানাইবেন। আমরা আমাদের সাধ্যমত জওয়াব দিবার কোশেশ করিব।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, পৃথিবীর কল্যাণের দিক দিয়া আদম-সন্তানের চন্দ্রে অবতরণকে আমরা এখনই অভিনন্দিত করিতে না পারিলেও ইসলামের দৃষ্টিকোন হইতে আমরা উহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খণ্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd. No. DA—130
July, 1969

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2, East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org